নীড়ে ফেরার গল্প

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

মহিউদ্দিন কাসেমী
অনূদিত

তাওবার গল্প

প্রথম অধ্যায়

بسم الله الرحمن الرحيم

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আল্লাহ আপনাদের জীবন দীর্ঘ করুন ও সুখে-শান্তিতে রাখুন। হকের পথে সবার পথচলা সহজ করুন।

আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, যেন তিনি আমাদের সবাইকে তার মর্যাদাপূর্ণ গৃহ জান্নাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে একত্র করেন। আরও প্রার্থনা করছি, মহান আল্লাহ যেন আমাদের তাওবা কবুল করেন এবং আমাদের পাপ মোচন করে দেন। যেন তিনি সঠিক পথের সন্ধানে দেন ও পথের দিশা দান করেন। জীবিত-মৃত সবাইকে ক্ষমার চাদরে আচ্ছন্ন করেন।

﴿وَ تُوْبُوْا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[১]

তাওবাকারীদের তাওবা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿وَ هُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ﴾

"তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন।"[২]

প্রত্যাশার দ্বার উন্মুক্ত রাখার ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ﴾

"তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হোয়ো না।"[৩]

---

১. সূরা নূর ২৪ : ৩১
২. সূরা শুরা ৪২ : ২৫
৩. সূরা যুমার ৩৯ : ৫৩

হযরত ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে কারিম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহর দরবারে নিয়মিত ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি আল্লাহর দরবারে প্রতিদিন শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করি।'[৪]

মহান আল্লাহ হযরত দাউদ আ.-এর কাছে প্রত্যাদেশ পাঠান,

হে দাউদ, যদি আমার দরবার-বিমুখ ব্যক্তিরা জানত আমি কতটা তাদের জন্য অপেক্ষা করি, আমি তাদের প্রতি কতটা দয়ার্দ্র, তাদের পাপাচার বন্ধে আমি কতটা উদ্‌গ্রীব—তাহলে তারা আমার ভালোবাসায় বিলীন হয়ে যেত। আমার অনুরক্ততার আবেগে তাদের ধমনি ফেটে যেত। হে দাউদ, যারা আমার দরবার বিমুখ তাদের প্রতি যদি আমার এতটা ভালোবাসা থাকে, তাহলে যারা আমার অনুগামী তাদের জন্য আমার আন্তরিকতা কতটা বেশি।

يا من يرى ما في الضمير ويسمع *** أنت المعد لكل ما يتوقع

يا من يرجى للشدائد كلها *** يا من إليه المشتكى والمفزع

يا من خزائن رزقه في قول *** فيكون ، والخير كله عندك أجمع

ما لي سوى فقري إليك وسيلة *** فبالافتقار إليك فقري إليك أرفع

ما لي سوى قرعي لبابك حيلة *** فلئن رددت أي باب أقرع؟!.

ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه *** إن كان فضلك عن فقيرك يُمنع

حاشاك أن تقنط من فضلك عاصياً *** الفضل أجزل والمواهب أوسع

হে এমন সত্তা, যিনি অন্তর্জগতের সবকিছুই শুনেন ও জানেন, আপনিই সবার জন্য আশানুরূপ সবকিছু প্রস্তুত করেন।

হে এমন সত্তা, যার কাছে সকল বিপদ মুক্তির প্রত্যাশা করা হয়, হে এমন সত্তা, যার কাছে পেশ করা হয় সকল অনুযোগ, যিনি সবার আশ্রয়স্থল।

হে এমন সত্তা, সকলের রিযিক বণ্টিত হয় যার ইশারায়, আর সকল কল্যাণ যার হাতে পুঞ্জীভূত।

---

৪. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৭০২

আপনার দরবারে আমার অসহায়ত্ব ব্যতীত আর কীই-বা আছে ওসীলা হিসেবে উপস্থাপনের, তাই বিনয়ী হয়ে আপনার দ্বারে আমার অসহায় হাত তুলেছি।

আপনার দ্বারের করাঘাত ভিন্ন আমার আর কীই-বা উপায়, যদি আপনি ফিরিয়ে দেন কার দ্বারেই বা আর ফিরে যাব?

কার কাছেই আমি হাত তুলব, আর বিপদে কার নামেরই জপ করব—যদি আমার জন্য বন্ধ হয় আপনার করুণা।

অপরাধীও তো আপনারে দ্বারে নিরাশ হয় না, আপনার দয়া তো অসীম আর করুণা অফুরান।

ভূমিকা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, ‘আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহর যিকররত লোকদের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। যখন কোথাও আল্লাহর যিকররত লোকেদের দেখতে পান, তখন ফেরেশতারা পরস্পরকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা আপন আপন কাজ করার জন্য এগিয়ে আসো। তখন তাঁরা তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন—নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত। তখন তাঁদের প্রতিপালক তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন (যদিও ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন), আমার বান্দারা কী বলছে?

তখন তাঁরা বলে, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, তারা আপনার গুণগান করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার শপথ! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও অধিক পরিমাণে আপনার ইবাদত করত। আরও অধিক আপনার মাহাত্ম্য ঘোষণা করত। আরও অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্ বলবেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তাঁরা বলবে, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সত্তার কসম! হে রব! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলবে, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা জান্নাতের আরও অধিক লোভ করত, আরও বেশি চাইত এবং এর জন্য আরও বেশি বেশি আকৃষ্ট হতো। আল্লাহ্ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, তারা কী থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেবে, আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কী হতো? তাঁরা বলবে, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা তাথেকে

দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে অত্যন্ত বেশি ভয় করত। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

(হে আল্লাহ, আমাদের জাহান্নাম হতে মুক্তি দিন।
হে আল্লাহ, আমাদের জাহান্নাম হতে মুক্তি দিন।
হে আল্লাহ, আমাদের জাহান্নাম হতে মুক্তি দিন।)

তখন ফেরেশতাদের একজন বলবে, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সে কোনো প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তারা এমন উপবেশনকারী, যাদের মজলিসে উপবেশনকারী বঞ্চিত হয় না।'[৫]

এই মজলিসের উপবেশনকারী বন্ধুগণ, আপনারাও সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনাদের প্রভু সুবিশাল দয়ার ভান্ডারের অধিকারী। আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন,

নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণশীল বান্দাগণ আমার সাক্ষাতে আকুল হয়ে আছে, নিঃসন্দেহে আমিও তাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি। যে আমার অন্বেষণ করবে, সে আমাকে পাবে; আর যে অন্যকে অন্বেষণ করবে, সে আমাকে পাবে না।

কে এমন আছে, যে আমার অভিমুখী হয়েছে, কিন্তু আমি তাকে গ্রহণ করিনি?

কে এমন আছে, যে আমার দ্বারে করাঘাত করেছে, আর আমি তার জন্য দ্বার উন্মোচন করে দিইনি?

কে এমন আছে, যে আমার ওপর ভরসা করেছে, কিন্তু আমি তার জন্য যথেষ্ট হইনি?

কে এমন আছে, যে আমার কাছে প্রার্থনা করেছে, কিন্তু আমি তাকে দান করিনি?

---

৫. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৪০৮

যারা আমার জিকির করে, তারা যেন আমার সঙ্গে বৈঠকে উপবিষ্ট।

যে আমার কৃতজ্ঞতা করছে, সে আমার অধিক করুণা পাওয়ার যোগ্য।

যে আমার আনুগত্য করছে, সে আমার পক্ষ থেকে মর্যাদার অধিকারী।

যারা আমার পাপাচারে লিপ্ত, আমার দয়ার সাগর থেকে আমি তাদেরও নিরাশ করি না।

যদি তারা তাওবা করে প্রত্যাবর্তন করে, আমি তাদের প্রিয় বন্ধুতে পরিণত হই। যদি তারা প্রত্যাবর্তন না করে, তবু আমি তাদের সুযোগ দিই।

আমি তাদের দোষত্রুটি থেকে মুক্ত করতে বিভিন্ন পরীক্ষায় নিপতিত করি। যে আমার অভিমুখী হয়, দূর থেকেই আমি তাকে গ্রহণ করি; আর যে আমার কাছ থেকে বিমুখ হয়, আমি তাকে কাছ থেকে আহ্বান করি।

যে আমার প্রত্যাশায় কোনো কিছু ছেড়ে দেয়, তাকে আমি অধিক দান করি। যে আমার সন্তুষ্টি কামনা করে, আমি তার কামনা পূরণ করি। যে আমার শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহার করে, লোহাকেও আমি তার বশীভূত করে দিই। যে আমার সাথে একনিষ্ঠ বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করে, আমিও তার একনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হই। যে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিই। যে তার কাজকর্ম আমার দায়িত্বে অর্পণ করে, আমি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাই। যে নিজেকে আমার কাছে বিক্রি করে দেয়, আমি তাকে আমার জান্নাত ও সন্তুষ্টির বিনিময়ে ক্রয় করে নিই। নিশ্চয়ই এটি সত্য প্রতিশ্রুতি ও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾

"আর আল্লাহর চাইতে কে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী।"[৬]

তাওবার মাধ্যমে নীড়ে ফেরা বান্দাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর ভালোবাসার সুসংবাদ।

---

৬. সূরা তাওবা ৯ : ১১১

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী ও যারা অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকে তাদের ভালোবাসেন।"[৭]

তাই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে নিবেদিত হোন, তার প্রশংসার ধ্বনি তুলুন। স্পষ্ট ঘোষণা দিন,

'হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রতিপালক। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের ওপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত আর কোনো ক্ষমাকারী নেই।'

আরও ঘোষণা করুন,

'হে আল্লাহ, আমি মৃত—যাকে তুমি জীবন দান করেছ। তাই সকল কৃতজ্ঞতা তোমার। আমি দুর্বল—তুমি আমাকে শক্তি প্রদান করেছ। তাই সকল প্রশংসা তোমার। আমি ছোট ছিলাম, তুমি আমাকে প্রতিপালন করেছ। তাই সকল প্রশংসা তোমার। আমি দরিদ্র ছিলাম, তুমি আমাকে ধনসম্পদ দান করেছ। তাই সকল প্রশংসা তোমার। আমি পথভ্রষ্ট ছিলাম, তুমি পথের দিশা দেখিয়েছ। তাই সকল প্রশংসা তোমার। আমি অজ্ঞ ছিলাম, তুমি আমাকে জ্ঞান দান করেছ। তাই সকল প্রশংসা তোমার। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে অন্ন দিয়েছ। তাই সকল প্রশংসা তোমার। সব ধরনের সকল প্রশংসাই তোমার জন্য। তোমার জন্যই সকল কৃতজ্ঞতা। তোমার তরেই সকল কল্যাণ। প্রতিটি বস্তু তোমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তুমি ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু নেই।'

يا رب حمداً ليس غيرك يحمد *** يا من له كل الخلائق تصمد

أبواب غيرك ربنا قد أوصدت *** ورأيت بابك واسعاً لا يوصد

---

৭. সূরা বাকারা ২ : ২২২

হে প্রভু, সকল প্রশংসা তোমার, তুমি ব্যতীত কেউ এর উপযুক্ত নয়,
হে এমন সত্তা, প্রতিটি সৃষ্টজীব যার মুখাপেক্ষী।
হে প্রভু, তুমি ভিন্ন সবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।
কিন্তু সদা দেখেছি তোমার দুয়ার কখনো কারও জন্য নয় বন্ধ করা।

হযরত মানসুর বিন আম্মার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি সকাল সমাগত ভেবে ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। যখন আমি অনুভব করলাম এখনো গভীর রাত, ছোট একটি দরজার পাশে বসে পড়েছিলাম। ইত্যবসরে আমার কানে একজন যুবকের ক্রন্দনরত শব্দ এসে পৌঁছাল। সে বলছিল, 'হে আল্লাহ, তোমার মর্যাদা ও সম্মানের শপথ! আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে পাপাচারে লিপ্ত হইনি, তবু আমি পাপের কাজে লিপ্ত হয়েছিলাম। আমি তোমার শাস্তি সম্পর্কে অনবগত ছিলাম না, তোমার শাস্তিকে এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও আমার ছিল না। তোমার নজরদারিকেও আমি হালকা করে দেখছিলাম না। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার আত্মা আমাকে প্ররোচিত করেছিল। আপনার সাথে আমার দূরত্ব আমাকে প্রতারিত করেছিল। এখন কে আমাকে আপনার শাস্তি থেকে বাঁচাবে? যদি আপনার সাথে আমার বন্ধন ছিন্ন হয়, কার বন্ধনে আমি আবদ্ধ হব? হায়! আমার প্রভুর অবাধ্যতায় কাটানো এ দিনগুলোর জন্য আফসোস। হায়! আমি কতবার তাওবা করব, আর কতবার প্রত্যাবর্তন করব? আমার প্রভুর কাছে তো আমার লজ্জাবোধ করা উচিত।' যখন আমি তার এ কথাগুলো শুনছিলাম আমি তাৎক্ষণিক তিলাওয়াত করলাম :

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾

"মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর—যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তা-ই করে।"[৮]

---

৮. সূরা আত তাহরীম ৬৬ : ৬

অতঃপর আমি বিকট শব্দ ও কম্পন অনুভব করি। কিছুক্ষণ পরে আমি নিজের কাজে চলে গেলাম। সকালে আমি সেখানে ফিরে এলে ঘরের দরজায় একটি জানাজার প্রস্তুতি দেখলাম। পাশেই একজন বৃদ্ধা পায়চারি করছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মৃতদেহটি কার? উত্তরে তিনি বলেন, আমাকে নতুন করে দুঃখ দেবে না। আমি বললাম, আমি এ অঞ্চলে নতুন। উত্তরে বৃদ্ধা বলেন, এটি আমার সন্তান। গতকাল এখানে এক ব্যক্তি যেতে যেতে (আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন) জাহান্নামের আলোচনাসমৃদ্ধ একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন। তা শ্রবণে আমার ছেলেটি ছটফট করছিল এবং কান্না করছিল, আর এতেই তার মৃত্যু হয়। আমি 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলি। অতঃপর আমি নিজেকে সম্বোধন করে বলতে থাকি, হে ইবনে আম্মার, আল্লাহর ভয়ে সত্যিকার ভীত ব্যক্তিগণ এমন হয়ে থাকেন।

سبحان من وفق للتوبة أقواماً *** وثبت على صراطها أقدماً

يا من ليس لي منه مجير *** بعفوك من عذابك أستجير

إن تعذبني فبعدلك ، وإن *** ترحمني فأنت به جدير

পবিত্রতা বর্ণনা করছি এমন সত্তার, যিনি বিভিন্ন মানুষকে তাওবার সুযোগ দান করেন আর তাদের সঠিক পথের ওপর দৃঢ়তা প্রদান করেন।

এমন সত্তা যাঁর শাস্তি থেকে আমাকে নিরাপত্তাদানকারী কেউ নেই, তাঁর করুণার মাধ্যমেই তাঁর শাস্তি থেকে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি।

যদি আপনি আমাকে শাস্তি দেন, আমি তো আপনারই দাসানুদাস; আর যদি আপনি দয়া করেন—আপনি তো এর উপযুক্ত।

নিশ্চয়ই যুবক-বৃদ্ধনির্বিশেষে বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত সবার সমস্যা সমাধানের পথ একটিই—একমাত্র আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, আল্লাহর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। নীড়ে ফেরা কাফেলার কাতারে সামিল হওয়া। হ্যাঁ, এটিই একমাত্র পথ—নীড়ে ফেরা কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

নীড়ে ফেরা কাফেলা, যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন দীর্ঘদিনের দূরত্বের পর। যাদের ঝুলিতে জমেছে বহু পাপের বোঝা। জীবনের পরিক্রমায় যারা নিপতিত হয়েছেন ঘোর অন্ধকারে। অতঃপর তারা সন্ধান পেয়েছেন আলোর পথের। যারা পাপের বোঝাকে আনুগত্যের মর্যাদায় পরিবর্তন করেছেন। যারা বিজয়ী হয়েছেন শয়তানের বিরুদ্ধে। নিজের আত্মা ও মনস্কামনার মোকাবেলায়। যারা জান্নাতকে প্রাধান্য দেন জাহান্নামের ওপর। যারা নিজেদের কৃত অপরাধসমূহের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে লজ্জিত হন।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন 'পাপের ব্যাপারে লজ্জিত হওয়াই সত্যিকার তাওবা।'[৯]

কেউ একজন কতই-না চমৎকার বলেছেন, আল্লাহর কোনো বান্দা পাপাচারে লিপ্ত হয়, কিন্তু একপর্যায়ে সে এসবের জন্য আল্লাহর দরবারে লজ্জিত হয়। আর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন। তার পরিণতি দেখে ইবলিশ দুঃখ করে বলতে থাকে, হায়! আমি যদি তাকে পাপের কাজে লিপ্তই না করতাম।

তালক বিন হাবিব বলেন, 'বান্দার জন্য পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর হক আদায় করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর দরবারে তাওবা করুন, আল্লাহর অভিমুখী হোন। পাপাচারে লিপ্ত হওয়া বড় অন্যায় নয়; কিন্তু এর ওপর অটল থাকা সত্যিকারের অন্যায়। পাপের পথে অব্যাহত থাকাই সত্যিকারের পাপ। নিজের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহসমূহকে ভুলে যাওয়াই সত্যিকারের ভুল। আল্লাহর নজরদারি ভুলে যাওয়াই সত্যিকারের অপরাধ।'

কোনো এক ব্যক্তি ইবরাহিম বিন আদহাম রহ.-এর কাছে এসে বলেন, ইবরাহিম, আমি অন্যায় ও পাপাচারের লিপ্ত হয়ে অপরাধ করেছি। আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলেন, আমি তোমাকে পাঁচটি বিষয়ের উপদেশ দেবো।

---

৯. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৪২৫২

- **প্রথমত :** তুমি আল্লাহর দেয়া রিযিক ভক্ষণ কোরো না। সে বলল, এটি কীভাবে সম্ভব? তিনিই তো একমাত্র রিযিক প্রদান করেন। উত্তরে ইবরাহিম বিন আদহাম রহ. বলেন, তোমার ব্যাপারে আমি আশ্চর্যবোধ করছি! তুমি আল্লাহর রিযিক ভক্ষণ করবে—আর তাঁর অবাধ্যতা করবে?

- **দ্বিতীয়ত :** তুমি আল্লাহর পৃথিবীতে বসবাস কোরো না। সে বলল, এটি কীভাবে সম্ভব? অথচ এই ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল তো শুধুই তাঁর। ইবরাহিম বিন আদহাম রহ. বলেন, তোমার ব্যাপারে আমি আশ্চর্যবোধ করছি! তুমি তাঁর দেয়া রিযিক ভক্ষণ করবে, তার সৃষ্টি করা পৃথিবীতে অবস্থান করবে—আর তাঁর অবাধ্যতা করবে?

- **তৃতীয়ত :** তুমি এমন স্থানে চলে যাও, যেখানে আল্লাহ তোমাকে দেখবে না এবং সেখানে আল্লাহর অবাধ্যতা কোরো। সে বলল, এটি কীভাবে সম্ভব? তিনি তো এমন সত্তা যিনি কখনো তন্দ্রা যান না, নিদ্রাও তাকে স্পর্শ করে না। ইবরাহিম বিন আদহাম রহ. বলেন, তোমার ব্যাপারে আমি আরও আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি! তুমি তাঁর দেয়া রিযিক ভক্ষণ করবে। তার সৃষ্টি করা পৃথিবীতে বসবাস করবে। সদা তিনি তোমার নজরদারি করছেন, অথচ তুমি তাঁর অবাধ্যতা করছ।

- **চতুর্থত :** মৃত্যুর ফেরেশতা যখন তোমার রুহ নিতে আসবে, তুমি তাকে বলবে, আমি এখন মৃত্যুবরণ করতে চাচ্ছি না! সে বলল, এটি কীভাবে সম্ভব? হে ইবরাহিম, এটি কেমন কথা? কেউ কি এমনটি বলতে পারে? যে ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন :

﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ﴾

“যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।”[১০]

ইবরাহিম বিন আদহাম রহ. বলেন, তোমার ব্যাপারে আমি সত্যি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি! তুমি আল্লাহর দেয়া রিযিক ভক্ষণ করবে। তাঁর সৃষ্টি করা

---

১০. সূরা আরাফ ৭ : ৩৪

পৃথিবীতে বসবাস করবে। তিনি সদা তোমাকে নজরদারি করছেন। মৃত্যুর ফেরেশতাকেও—যখন তিনি আগমন করবেন—তুমি ফিরিয়ে দিতে পারবে না; অথচ তুমি তাঁর অবাধ্যতা করছ?

- **পঞ্চমত :** যখন জাহান্নামের শাস্তি প্রদানকারী ফেরেশতারা তোমাকে জাহান্নামের দিকে নিতে আসবে তখন তুমি জোর করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে বলল, এটি কীভাবে সম্ভব? হে ইবরাহিম, এটা কি কেউ করতে পারে? ইবরাহিম বিন আদহাম রহ. বলেন, তোমার ব্যাপারে আমি সত্যি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি! তুমি আল্লাহর দেয়া রিযিক ভক্ষণ করবে। তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীতে অবস্থান করবে। সদা তিনি তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। মৃত্যুর ফেরেশতা আগমন করলে তুমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আর জাহান্নামের ফেরেশতাদের এড়িয়েও তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; অথচ তুমি তাঁর অবাধ্যতা করছ।

এবার সে বলল, হে ইবরাহিম শুনুন, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তাঁর দরবারে প্রত্যাবর্তন করছি। আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অভিমুখী হচ্ছি। এভাবে সে নীড়ে ফেরার ঘোষণা দিচ্ছিল।

হে বন্ধু, তোমাকেই বলছি, তুমি আল্লাহর দেয়া রিযিক ভক্ষণ করো। আল্লাহর সৃষ্টি করা পৃথিবীতে অবস্থান করো। মৃত্যুর ফেরেশতাকে তুমিও ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তুমি জোর করে জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। এখনো কি তোমার সময় আসেনি তাওবা করার? এখনো কি তোমার সময় হয়নি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার? এখনো কি তোমার সময় আসেনি নীড়ে ফেরা কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার?

أما آن لما أنت فيه متاب *** وهل لك من بعد الغياب إياب

تقضّت بك الأعمار في غير طاعة *** سوى عمل ترجوه وهو سراب

وليس للمرء سلامة دينه سوى *** عزلة فيها الجليس كتاب– يعني القرآن-

كتاب حوى العلوم بكلها *** وكلما حوى من العلوم ثواب

ففيه الدواء لكل داء فاظفر به *** فوالله ما عنه ينوب كتاب

এখনো কি আসেনি হে বন্ধু তোমার কৃতকর্ম থেকে তাওবার সময়, মৃত্যুর পর কি আর তোমার এ জগতে ফেরা হবে?

আল্লাহর অবাধ্যতায়ই কেটে যাচ্ছে তোমার এ জীবন, আর যা কিছুর তুমি প্রত্যাশায় আছো তা মরীচিকা বৈ কী?

একান্ত নির্জনে যার সঙ্গী কুরআন, সে ব্যতীত আর কারো দীন হেফাজতে নয়।

এমন এক গ্রন্থ যা সকল জ্ঞানভান্ডারকে ধারণ করেছে, যেসবের অর্জনে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান।

তাতে রয়েছে সকল রোগের আরোগ্য, আল্লাহর শপথ অন্য কোনো গ্রন্থ এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।

আসুন গল্প শুনি। বিভিন্নজনের নীড়ে ফেরার গল্প। আল্লাহর দরবারের অনুতপ্তদের গল্প। এমন গল্প যা উপদেশে পরিপূর্ণ। এসো তাদের কাহিনি থেকে উপদেশ অর্জন করি। গল্প এমন ব্যক্তিদের—যারা গুনাহের চোরাবালিতে ডুবে গিয়েছিল, লিপ্ত হয়েছিল পাপাচারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা অভিমুখী হয়েছেন আল্লাহর। অংশ হয়েছিলেন নীড়ে ফেরা কাফেলার।

১

নীড়ে ফেরার গল্প

নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য তাদের ঘটনায় রয়েছে উপদেশ সামগ্রী।

আবু হিশাম সুফি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বসরায় একদা আমি একটি নৌকায় আরোহণ করতে যাই। নৌকায় একটি লোক তার ক্রীতদাসী নিয়ে আরোহণ করছিল। সে আমাকে বলছিল, এখন আর নৌকায় ওঠার সুযোগ নেই। দাসীটি মনিবের কাছে আমাকেও সাথে নেয়ার নিবেদন করে। লোকটি তার আবেদনে সাড়া দেয়। পথিমধ্যে লোকটি দাসীকে নাস্তা দিতে বলে। অতঃপর তার সামনে নাস্তা পরিবেশন করা হয়। এবার দাসীটি তাকে বলল, এই দরিদ্র লোকটিকেও আমাদের সাথে নাস্তায় অংশ নিতে বলুন। নাস্তাপর্ব শেষ হলে লোকটি দাসীকে পানীয় পরিবেশন করতে বলল। লোকটি নিজে মদিরা পান করল এবং আমাকেও পান করতে বলল। দাসীটি তাকে বলল, আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, নিশ্চয়ই মেহমানের নিজস্ব অভিরুচি আছে। সে আমাকে মদ পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকল। ততক্ষণে লোকটি মদের নেশায় ডুবে গিয়েছিল। এবার সে তার দাসীকে বলল, তুমি তোমার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসো। দাসীটি তা-ই করল এবং গান-বাজনা করল। এবার লোকটি আমার অভিমুখী হলো এবং বলল, তুমি কি এর মতো সুন্দর করে গাইতে পারো? আমি বললাম, আমার কাছে এর চাইতে উৎকৃষ্ট সংগীত রয়েছে। এর চাইতে উত্তম, এর চাইতে সুন্দর! সে বলল, আচ্ছা বলো দেখি।

এবার আমি তিলাওয়াত করলাম :

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِاَیِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾

"যখন সূর্য আলোকহীন হয়ে যাবে। যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে। যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে। যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে। যখন বন্য পশুরা একত্রীভূত হয়ে যাবে। যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে। যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে। যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? যখন আমলনামা খোলা হবে।"[১১]

লোকটি ততক্ষণে অবিরাম কান্না করতে আরম্ভ করে।

এবার লোকটি তার দাসীকে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তোমাকে আমি মুক্ত করে দিলাম। অতঃপর সে তার মদের পাত্র ফেলে দিলো এবং বাদ্যযন্ত্র ভেঙে ফেলল। আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে বলতে লাগল, হে আমার ভাই, আল্লাহ কি আমার পাপ মার্জনা করে দেবেন? আমি বললাম, নিশ্চয়ই।

﴿إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী ও যারা অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকে তাদের ভালোবাসেন।"[১২]

আমি তাকে আরও বললাম :

﴿وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ﴾

"তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন।"[১৩]

অতঃপর সে তাওবা করে এবং তার ওপর দৃঢ় থাকে। ধীরে ধীরে তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়। আমি তার সাথে দীর্ঘ চল্লিশ বছর অবস্থান করি। সে মৃত্যুবরণ করলে একদিন আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পাই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী পরিণতি হয়েছে? উত্তরে সে বলল, আমি জান্নাতে পৌঁছেছি।

---

১১. সূরা তাকবীর ৮১ : ১-১০
১২. সূরা বাকারা ২ : ২২২
১৩. সূরা শুরা, ৪২ : ২৫

আমি বললাম কীভাবে? উত্তরে সে বলল, তুমি যে আমাকে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলে :

﴿وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتۡ﴾

"যখন আমলনামা খোলা হবে।"[১৪]

নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।

একটু ভাবুন, কী হবে আমার ও আপনাদের অবস্থা :

وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتۡ ﴿۱﴾ وَ اِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتۡ ﴿۲﴾ وَ اِذَا الۡجَحِیۡمُ سُعِّرَتۡ ﴿۳﴾ وَ اِذَا الۡجَنَّۃُ اُزۡلِفَتۡ ﴿٤﴾ عَلِمَتۡ نَفۡسٌ مَّاۤ اَحۡضَرَتۡ ﴿٥﴾

"যখন আমলনামা খোলা হবে। যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে। যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে। তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে, সে কোন আমল উপস্থিত করেছে।"[১৫]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই।

হায়, যখন উভয় নেত্র কথা বলবে! বলবে, আমাকে দিয়ে তুমি হারাম জিনিসের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলে।

যখন উভয় কান বলতে থাকবে, আমাকে দিয়ে তুমি মন্দ জিনিস শুনেছিলে, আমাকে দিয়ে তুমি গান শুনেছিলে।

উভয় হাত বলতে থাকবে, আমাকে দিয়ে তুমি সুদ গ্রহণ করেছিলে, হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছিলে।

যখন উভয় পা বলতে থাকবে, আমাকে দিয়ে তুমি হারামের দিকে হেঁটে গিয়েছিলে।

---

১৪. সূরা তাকবীর ৮১ : ১০
১৫. সূরা তাকবীর ৮১ : ১০-১৪

﴿اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾

“আজ আমি তাদের মুখে এঁটে দেবো, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।”[১৬]

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَاۤ اَبْصَارُكُمْ وَ لَا جُلُوْدُكُمْ وَ لٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ﴿۲۲﴾ وَ ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۲۳﴾ فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿۲٤﴾

“তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে পারবে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা করো তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ। অতঃপর যদি তারা সবর করে তবুও জাহান্নামে তাদের আবাসস্থল।”[১৭]

﴿فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ﴾

“অতঃপর যদি তারা সবর করে তবুও জাহান্নামে তাদের আবাসস্থল। আর যদি তারা অজুহাত পেশ করে, তবে তাদের অজুহাত কবুল করা হবে না।”[১৮]

তাই আমাদের সফল হতে, কঠিন বিচারের দিনে মুক্তি পেতে, ছুটে যেতে হবে আল্লাহর অভিমুখে। অন্তর্ভুক্ত হতে হবে আল্লাহর দরবারে ফিরে আসা দলের। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

---

১৬. সূরা ইয়াসিন ৩৬ : ৬৫

১৭. সূরা হা-মিম সিজদাহ ৪১ : ২২-২৪

১৮. সূরা হা-মিম সিজদাহ ৪১ : ২৪

﴿وَ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করো—যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[১৯]

২

নীড়ে ফেরার গল্প

অবস্থার পরিবর্তনকারী মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

বর্ণনাকারী বলেন, ততদিনে আমার বন্ধুর অবস্থা বেশ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এখন তার ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ মৃদু হাসি সকালের পবিত্র সমীরণের ন্যায় কানে এসে ধাক্কা দেয়; অথচ ইতঃপূর্বে তার কণ্ঠে থাকত অট্টহাসির ঝংকার, কৌতুকপূর্ণ হাস্যরস। যা অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলত, কানে তুলত সুর-লহরি।

এখন তাঁর লাজুক দৃষ্টিজুড়ে পবিত্রতার ছোঁয়া, ইতঃপূর্বে যা ছিল দুঃসাহসী ও নির্ভীক।

এখন সে খুব মেপে মেপে কথা বলে, অথচ ইতঃপূর্বে সে ছিল অত্যন্ত বাচাল প্রকৃতির। বিভিন্নজনের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্য করতে কিছুরই পরোয়া করত না।

তার প্রশান্ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুমণ্ডিত হয়ে যেন আলোর প্রতিবিম্ব তৈরি করছিল, অথচ ইতঃপূর্বে তা ছিল বেপরোয়া অদম্য।

আমি গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। সে আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল। সে আমায় জিজ্ঞেস করল,

: হয়তো তুমি আমার পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ?

১৯. সূরা নূর ২৪ : ৩১

: অবশ্যই, কয়েক বছর আগে আমি যখন তোমাকে শেষবার দেখেছিলাম, তা থেকে তুমি আজ এতটা পরিবর্তিত কেন?

অস্ফুট স্বরে সে বলছিল : পবিত্রতা বর্ণনা করছি এমন সত্তার যিনি অবস্থাসমূহের পরিবর্তন করেন।

: নিশ্চয়ই এর পেছনে বড় কোনো কারণ রয়েছে?

: হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি তোমাকে তা বলছি।

'একদিন আমি ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি ব্রিজের সামনে একটি ছোট শিশু দ্রুত রাস্তা পারাপার হচ্ছিল। আমি তাৎক্ষণিক দিশেহারা হয়ে যাই এবং গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। পানির স্পর্শে যখন আমার হুঁশ ফিরে আসে, তখন আমি নিজেকে ডুবন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করি। বহু কষ্টে আমি মাথা উঁচিয়ে নিশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু পানি চতুর্দিক থেকে গাড়িকে গ্রাস করে নিচ্ছিল। এদিকে আমি হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করি। বারবার চেষ্টা করেও আমি দরজা খুলতে সমর্থ হলাম না। আমি বুঝে গেলাম, মৃত্যু অনিবার্য। মুহূর্তেই আমার সামনে যেন জীবনের খামখেয়ালি ও পাগলামিপূর্ণ প্রতিটি মুহূর্ত ভেসে উঠল। এদিকে পানিও ভয়াবহভাবে বেড়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার চতুর্দিক থেকে আমাকে আচ্ছন্ন করে নেয়। ক্রমশ আমি যেন অন্ধকার গুহায় হারিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি হয়ে উঠছিলাম ভীত-সন্ত্রস্ত। হে রব! হে রব! অস্ফুট স্বরে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾

"বলো তো, কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে।"[২০]

আমি চতুষ্পার্শ্বে হাতড়িয়ে যেন মুক্তি খুঁজছিলাম। মৃত্যু থেকে নয়, যা ততক্ষণে একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে আসছিল; বরং আমার জীবনের পাপারাজি থেকে, যা আমার মৃত্যুক্ষণকে বিষিয়ে তুলেছিল। ততক্ষণে আমার নিশ্বাস দ্রুত চলতে

---
২০. সূরা নামল ২৭ : ৬২

শুরু করে। আমি সেই ভয়ংকর দৃশ্যগুলো দূরে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করি এবং কিছুটা স্থির হই। আল্লাহর সকাশে উপনীত হওয়ার পূর্বে আমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার চেষ্টা করি। চতুর্দিক থেকে যেন সবকিছু আমাকে চেপে ধরেছিল। পানির চাপ গাড়ির কাঠামোকে ও আমাকে চেপে ধরছিল। আমি শেষমুহূর্তের অপেক্ষা করছিলাম এবং মুখে কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি। ইতোমধ্যে হাত বাড়িয়ে আমি গাড়ির সামনের গ্লাসে একটি ছিদ্র আবিষ্কার করি—যা দিয়ে হাত বের করা যায়।

তিন দিন আগের একটি দুর্ঘটনায় গাড়ির সামনের গ্লাস ভেঙে যাওয়ার ঘটনা তখন আমার মনে পড়ে। তাৎক্ষণিক আমি লাফিয়ে উঠলাম এবং সেই ছিদ্র দিয়ে নিজেকে বের করে আনার চেষ্টা করলাম। একপর্যায়ে আমি এতে সক্ষম হই এবং ততক্ষণে আমি বাইরের আলো অনুভব করি। মানুষেরা আমাকে ঘিরে রেখেছিল। তারা বিভিন্ন শোরগোল করছিল। যখন তারা আমাকে দেখতে পেল, তাদের মধ্যে দুজন পানিতে নেমে এল এবং আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করল। চতুর্দিকের পরিবেশ বিস্মৃত হয়ে আমি হতভম্ব হয়ে পড়ছিলাম। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে, আমি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি, এখনো আমি জীবিত মানুষদের কাতারে শামিল রয়েছি। আমি মনে মনে গাড়ির কথা কল্পনা করছিলাম, যা ততক্ষণে পানিতে ডুবে গিয়েছে। বস্তুতই তার মৃত্যু হয়েছে। যেন গাড়ির মৃতদেহ আমার সামনে পড়ে আছে। অথচ আমি তা থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। যেন সেদিন আমি নতুন জীবনপ্রাপ্ত হয়েছি। যেন আমার অতীতের মৃত্যু হয়েছে। আমি সেখান থেকে দ্রুত পলায়ন করে নতুন জীবনের দিকে যেতে চেয়েছিলাম—যেখানে আমার অতীতের পাপরাজির স্পর্শ নেই। সেখান থেকেই আমি ফিরে এলাম নতুন এক মানুষ রূপে, যে ইতঃপূর্বে ছিল বিভিন্ন পাপে আচ্ছন্ন। আমি ঘরে ফিরে এলে সর্বপ্রথম যে জিনিস আমার চোখে পড়ল—আমার দেয়ালে সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন নায়িকাদের ছবি। আমি তৎক্ষণাৎ তা আছড়ে ফেলে দিই। অতঃপর আমি আমার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে কান্না করতে থাকি।

সেদিনই আমি প্রথম কান্না করছিলাম লজ্জার অনুভূতি নিয়ে। চরম লজ্জার অনুভূতি নিয়ে। আল্লাহর বিধান না মেনে পাপের পঙ্কিলতা যেন আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছিল। আমার চক্ষু ছিল অশ্রুসিক্ত, আমি ছিলাম চিন্তিত।

ঠিক তখনই আমার কানে এল এমন এক সুরেলা ধ্বনি যা এতদিন আমার কানে কখনোই বাজেনি। আর তা ছিল আজানের শব্দ যা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল পুরো দিগন্তে। যেন আমি সেদিনই প্রথমবারের মতো আজানের শব্দ শুনছিলাম।

وجلجلة الأذان في كل حيٍّ *** ولكن أي صوت من بلال

منائركم علت في كل ساحٍ *** ومسجدكم من العبَّاد خالي

প্রতিটি মহল্লায় আজও আজানের গুঞ্জন ওঠে, কিন্তু কোথায় সেই বেলালের আজান।

প্রতিটি দিগন্তেই তোমাদের মিনারসমূহ মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মসজিদসমূহে নেই ইবাদতকারী বান্দাগণের উপস্থিতি।

আমি তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে অজু করলাম। অতঃপর মসজিদে গমন করলাম। নামাজ আদায়ের পর আমি সবার সামনে প্রকাশ্যে তাওবার ঘোষণা দিলাম। এরপর বসে বসে কান্না করতে থাকি। আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছিলাম আমার অপরাধসমূহের জন্য।

তখন থেকেই আমার জীবনে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। যেমনটা আজ তুমি আমাকে দেখছ।

আমি বললাম, সেদিনের সেই তপ্ত অশ্রু তোমার জন্য শুভ হোক। তোমার নীড়ে ফেরার সফর শুভ হোক।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো—আন্তরিক তাওবা।"[২১]

রাসূলে কারিম ﷺ ইরশাদ করেন, 'প্রতিটি আদমসন্তান ভুলের শিকার। ভুলের শিকার ব্যক্তিগণের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাওবা করে থাকেন।'[২২]

২১. সূরা তাহরীম ৬৬ : ৮

২২. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং : ২৪২৩

হযরত ওমর রা. ইরশাদ করেন, 'কোনো ব্যক্তির অপরাধ করে তাওবা করা এবং ভবিষ্যতে তাতে আর লিপ্ত না হওয়াই সত্যিকারের তাওবা।'

হাসান বসরী রহ. বলেন, সত্যিকারের তাওবা—নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও ভবিষ্যতে তা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা।

ইয়াহিয়া বিন মুয়াজ রহ.-এর মতে, সত্যিকারের তাওবাকারীর চিহ্ন—পাপের অনুশোচনায় অশ্রুপাত করা, নির্জনে ইবাদতে মশগুল থাকা ও প্রতিমুহূর্তে নিজের কাজের হিসেব নেয়া।

হে আল্লাহ, আমাদের তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাদের পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন—যারা কখনো ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না, চিন্তিত হয় না।

নীড়ে ফেরার গল্প

তুমি কি এমন পরিণতি ভুগতে চাও?

কোনো এক যুবকের বর্ণনা। তিনি বলেন, আমার এক নিকটাত্মীয় ছিল, ধর্মীয় দিক থেকে যার সাথে আমার দূরত্ব ছিল। তার জীবনের গলিঘুপচি ও দৈনন্দিনের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে আমি বুঝতে পেরেছি, সে কখনোই নামাজ পড়ে না। সদা পাপকাজে মত্ত থাকে। আমি তাকে বহুবার উপদেশ দিয়েছি, যেন সে এসব থেকে ফিরে আসে, নামাজে মনোযোগী হয়। কিন্তু সে দোদুল্যমান মানসিকতায় ভুগছিল। সে ভাবত, হয়তো সে বহুদিন বেঁচে থাকবে। কিন্তু যারা নিয়মিত পাপাচারে লিপ্ত থাকে এবং এই কথা ভাবে যে, আমি শীঘ্রই তাওবা করে নেব—আর এর আগেই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমি তাকে কতবার বুঝিয়েছি। তুমি কত বছর বাঁচবে। ২০ বছর, ৩০ বছর; না হয় ৮০ বছর। এরপর কী হবে? নিশ্চয়ই তোমাকে পরকালের পথ পাড়ি দিতে হবে। তোমার জীবনকাল কি প্রলম্বিত হচ্ছে?

এমনই এক অন্ধকার রাতে শয়তান তার ওপর ভর করেছিল। তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল আল্লাহর স্মরণ। পাপের পরিবেশে সে ছিল বিনোদনে মত্ত। আশা-আকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন স্বপ্নে সে ছিল বিভোর। জীবনের প্রাচুর্য ও সৌন্দর্য তাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। যেমনটি সচরাচর হয়ে থাকে।

﴿اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ﴾

"শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে।"[২৩]

এমনই একসময় অনির্ধারিত অনাকাঙ্ক্ষিত এক আগন্তুক তার দুয়ারে হানা দেয়। সে এমন কোনো মেহমান ছিল না, যার সাক্ষাৎ মনোমুগ্ধকর হবে। বরং যার সাক্ষাৎ ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কষ্টদায়ক। এমন মেহমান যাকে ফিরিয়ে দেয়া যায় না। যার কাছ থেকে কোনো সুযোগ নেয়া যায় না। যার সাথে কোনো বোঝাপড়া করা যায় না। তাকে প্রতিহত করা যায় না। সকল চিকিৎসা সেদিন ব্যর্থ হয়ে যায়। সন্তান-সন্ততি, সহায়-সম্পদও হয়ে পড়ে মূল্যহীন। সব প্রচেষ্টাই বিফলে যায়।

﴿وَ حِيْلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ﴾

"তাদের ও তাদের বাসনার মাঝে অন্তরায় তৈরি করা হয়েছে।"[২৪]

সব শেষ হয়ে যায়। ফুরিয়ে যায় সকল আশা, পাহাড়সম স্বপ্ন। বন্ধ হয়ে যায় হৃদয়ের স্পন্দন। রুহ বেরিয়ে পড়ে এক নতুন জগতের সফরে। তার সামনে থাকে কঠিন কিছু প্রশ্ন। গন্তব্য হয় জান্নাত, না হয় জাহান্নাম।

আমার পরিবারের মধ্যে সে-ই অল্প বয়সে মৃত্যুবরণকারী একমাত্র যুবক ছিল না, যাকে আমরা হারিয়েছিলাম। কিন্তু তার জীবন ছিল বেদনাদায়ক। তার মৃত্যু ছিল আমাদের জন্য উপদেশ-সদৃশ। তার মৃত্যু সবাইকেই নাড়িয়ে দিয়েছিল। তার দাফন-কাফন ও জানাজার সময় এলে বহুজন এতে অনুপস্থিত ছিল।

---

২৩. সূরা মুজাদালাহ ৫৮ : ১৯
২৪. সূরা সাবা ৩৪ : ৫৪

আমিও ছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত। কীভাবে আমি তার জানাজার নামাজ পড়ব? যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাকে তার জানাজার নামাজ পড়তে নিষেধ করছেন। আর সেই নির্দেশনার বাস্তবায়নে, সেই আদেশে সাড়া দিয়ে আমি তাতে অংশগ্রহণ করিনি। সবকিছু সমাধা হলে আমি ঘরে ফিরি। এবার আমি মুখোমুখি হই পরিজনদের—যারা পার্থিব বিভিন্ন ব্যাপারে বিচক্ষণ হলেও ধর্মীয় ব্যাপারে তারা ছিল নিতান্তই অজ্ঞ।

﴿يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ﴾

"তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।"[২৫]

তাদের মধ্যে একজন উত্তেজিত হয়ে আমার সামনে দাঁড়ায় এবং ঠাট্টামিশ্রিত কণ্ঠে আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে সবাইকে শুনিয়ে বলল, কোথায় তোমার আত্মীয়তার বন্ধন? কোথায় তোমার দায়িত্ব পালনের অনুভূতি? তোমার আত্মীয় মৃত্যুবরণ করেছে অথচ তোমার মধ্যে এর কোনো প্রভাব দেখা যাচ্ছে না এবং দাফন-কাফনেও তুমি অংশগ্রহণ করোনি। উপস্থিত সবাই ভর্ৎসনামূলক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিল। তাদের অঙ্গভঙ্গিই যেন আমাকে ধিক্কার দিচ্ছিল। কেউ কেউ তো বলেই ফেলে, তার জানাজার নামাজ ও শোকপ্রকাশে তুমি কোথায় ছিলে? কেউ কেউ আবার একধাপ এগিয়ে প্রশ্ন করল, তুমি তো নামাজ পড়ো, রোজা রাখো; অথচ তুমি আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে জানো না? পরিবারের দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ কি নেই তোমার? উপস্থিত সবাই বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল। কিন্তু আমি তাদের কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিলাম না। তাদের কথা শেষ হলে এবার আমি বলি, যদি আমি মাগরিবের নামাজ চার রাকাত আদায় করি, তাহলে কি তা আমার জন্য বৈধ হবে? কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছিল না।

আমি পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে সেই একই প্রশ্ন করলাম এবং উত্তর চাইলাম, যেন উপস্থিত সবাই তা শুনতে পায়। একই প্রশ্ন ৩ বার সবার দিকে ছুড়ে দেয়ার পর উত্তর পেলাম, 'না, এটি জায়েজ হবে না'। আমি বললাম, 'আপনি সঠিক বলেছেন। এটিই আল্লাহ ও রাসূলের বিধান। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহর

---

২৫. সূরা আর রূম ৩০ : ৬

বিধানের পালন করি রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথের অনুসরণ করি। নিঃসন্দেহে কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের আদেশ দেয়, যেন আমরা এমন ব্যক্তির জানাজার নামাজে উপস্থিত না হই যারা নামাজ পড়ে না। যাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষায় কাফির বলে অভিহিত করা হয়েছে।'[২৬]

আমার কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে উঠছিল। নিঃসন্দেহে সত্য সমুন্নত হয়, তাকে পরাস্ত করা যায় না। আমি বলে যাচ্ছিলাম, আমি কি এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শুনব? তাদের নির্দেশনা পালন করব? নাকি আপনাদের চাহিদার বাস্তবায়ন করব? আবার আমি উপস্থিত সবার প্রতি লক্ষ্য করে বলছিলাম, হ্যাঁ, যারা 'তারেকে সালাত' তথা নামাজ আদায় করে না তাদের ব্যাপারে আমাদের এ নির্দেশনাই দেয়া হয়েছ। আরও বলা হয়েছে, যেন আমরা তাদের গোসল না দিই, যেন তাদের মুসলমানদের কবরে কবরস্থ না করি। আর আল্লাহ ও রাসূলের বিধান পালনার্থে, তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী আমি তার জানাজায় উপস্থিত হয়নি। এতদ্শ্রবণে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়, থেমে যায় সকল গুঞ্জন। পুরো বিষয়টি সবার সামনে স্পষ্ট হয়।

﴿وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا﴾

"বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।"[২৭]

---

২৬. নামাজ পরিত্যাগকারীর বিধানের ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার সারকথা হচ্ছে, ১. নামাজ পরিত্যাগকারী যদি নামাজের বিধান অস্বীকার করে তা পরিত্যাগ করে, তাহলে সর্বসম্মতভাবে সে মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। আর এ বিধান জাকাত, সাওম, হজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা এগুলো ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ ও অবশ্যপালনীয়, অলঙ্ঘনীয় বিধান। ২. নামাজ পরিত্যাগকারী যদি অলসতাবশত নামাজ পরিত্যাগ করে, তাহলে তার বিধানের ব্যাপারে ইমামামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক. তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। এটি ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর একটি মত। এছাড়াও ইবরাহিম নাখয়ী রহ. ইমাম শাবী, ইমাম আওজায়ীসহ আরো অনেকের মত এটি। দুই. তাকে হত্যা করা হবে হদ হিসেবে, কাফের হিসেবে নয়। এই মতটি ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে বর্ণিত। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. র একটি মতও এমন পাওয়া যায়। তিন. অলসতাবশত নামাজ পরিত্যাগকারী ফাসেক হিসেবে বিবেচিত হবে। তাক কয়েদখানায় বন্দী করে রাখা হবে নামাজ পড়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। আর এই মতটি হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর। [আল-মওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ]

২৭. সূরা বনি ইসরাইল ১৭ : ৮১

এ দিনের পর আমাদের পরিবারের যুবকদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসতে শুরু হয়। সবাই ভয় পেয়ে যায়, যদি এমন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়; যদি কেউ তাদের জানাজায় উপস্থিত না হয়। যেন আমাদের সেই নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু-পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রহমত হয়ে ধরা দেয়। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যা ছিল একটি শিক্ষণীয় ঘটনা।

পাপাচারী মুসলমানদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা সবার অন্তরেই জাগরূক থাকা চাই :

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ﴾

"আর তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তার জানাজা কখনো পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না।"[২৮]

রাসূলে কারিম ﷺ ইরশাদ করেন, 'আমাদের মাঝে কাফিরদের মাঝে তফাৎ শুধু নামাজের আদায়। যে নামাজ তরক করল সে যেন কুফরি করল।'[২৯]

একটু চিন্তা করুন, নামাজের ব্যাপারে আজ আমাদের যুবকদের মানসিকতা কী?

কতই-না আশ্চর্যজনক! তাদের বহুজন কখনো নামাজ পড়ে না। নামাজের কাছেও যায় না। আবার কেউ কেউ অলসতা করে যখন মনে চায় নামাজ আদায় করে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আদায় করে।

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾

"তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বপালনকর্তার সামনে।"[৩০]

---

২৮. সূরা তাওবা ৯ : ৮৪
২৯. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং : ২৬২১
৩০. সূরা তাতফীফ ৮৩ : ৪-৬

তাদের জন্য কি এখনো সময় আসেনি নামাজীদের কাতারে নিজেদের সারিবদ্ধ করার? এখনো কি তাদের সময় হয়নি আল্লাহর দরবারে ফিরে আসা কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার? এখনো কি সময় হয়নি নীড়ে ফেরার?

কোনো এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, চারটি জিনিসের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির তাওবার সত্যতার পরিমাপ করা যায় :

১. অহেতুক কথাবার্তা তথা গীবত, কথা লাগানো ও মিথ্যা কথা থেকে নিবৃত্ত থাকা।

২. হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করা।

৩. অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা।।

৪. সর্বদা নিজের পাপের ব্যাপারে লজ্জিত থাকা। পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে তাওবা করা এবং আল্লাহর নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা ও সদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।

৪

নীড়ে ফেরার গল্প

মাদকের কুফল

মাদকদ্রব্যের চোরাগলি। যাতে আজ হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের যুবসমাজ। মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যাদের বাঁচিয়ে রাখছেন তারা হয়তো ব্যতিক্রম।

এক যুবক আমাকে শুনিয়েছিল তার করুণ কাহিনি। সে বলছিল, 'উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর আমি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভ করি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে অনুপস্থিতি ও শৃঙ্খলাজনিত অবহেলায় পদচ্যুত করা হয়। অতঃপর আমি ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হই। দুই হাতে অর্থ উপার্জন করে বেশ সচ্ছল হই। একদিন আমার এক বন্ধু আমাকে অবসর কাটানোর জন্য

এশিয়ান কোনো একটি দেশে প্রমোদভ্রমণের প্রস্তাব দেয়। সে তার নিজের অভিজ্ঞতা শোনায়। সে আমাকে বিভিন্ন অবৈধ সম্ভোগের রঙিন বিবরণ দেয়—যা আমাকে যাত্রার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে। একপর্যায়ে আমি এতে সম্মত হই।

শয়তানও আমার ওপর ভর করে। আমার বন্ধু আমার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় এবং টিকেট বুকিং দেয়। অন্যান্য খরচ বহনের দায়িত্ব সে আমার ওপর চাপিয়ে দেয়। যথাসময় যাত্রা শুরু হয় এবং আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাই। সেখানে আমরা একদল এমন যুবকের সান্নিধ্য পাই—যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই যেন অবৈধ সম্ভোগ।

আহ! মসজিদে আকসা আর্তনাদ করছে, আর আমাদের যুবকেরা?...

প্রতিটি মুহূর্তই তারা পাপাচারে লিপ্ত, অপরাধে আসক্ত।

ها هو الأقصى يلوك جراحه *** والمسلمون جموعهم آحاد

يا ويلنا ماذا أصاب رجالنا *** أوَ ما لنا سعد ولا مقداد

এদিকে আকসা তার বেদনায় কাতর, আর মুসলমানদের একতা আজ বিভেদপূর্ণ।

হায়! আজ আমাদের কী হলো, আজ আমাদের নেই কোনো সা'দ বা মিকদাদ।

আমি সেখানে এমন বহু যুবকের সন্ধান পাই যারা চরম উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। ধীরে ধীরে আমিও এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। তাদের সংশ্রবে আমি সিগারেটে আসক্ত হয়ে পড়ি, মদের নেশা পেয়ে বসে আমাকে। অবাধ যৌনতায় খুঁজে পাই তৃপ্তি। মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা যেন হয়ে পড়ে নিত্যদিনের কাজ। অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে ফিরে আসি নিজের দেশে। কিছুদিন পর আবার যখন হাতে কিছু অর্থ আসে, আমরা অন্য একটি দেশে প্রমোদভ্রমণে যাই—যা ছিল আরও নোংরা। সেখানে আমরা নতুন নতুন পাপে লিপ্ত হতে থাকি।

এক রাতে কোনো এক যুবক আমাকে নির্দিষ্ট মাদক সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানায়। যার ফলে আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং সেখানে মাদক ব্যবসায়ীদের কয়েকজনের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় যারা আমাকে তাদের আড্ডাখানায় নিয়ে যায়। আমি তাদের সাথে যাই এবং তারা আমার সামনে বিভিন্ন ধরনের নেশাদ্রব্য আনে। যেগুলোর মধ্যে এমন কিছু মাদকদ্রব্য ছিল যেগুলো সম্পর্কে আমি জানতাম না এবং শরীরে এসবের প্রভাব সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না। নেশায় বুঁদ হয়ে যাওয়ার পর তারা আমাকে পাশেই একটি কক্ষে নিয়ে যায়, যেখানে ছিল অবাধ যৌনতার সুযোগ।

তারা প্রথমে আমাকে টাকা পরিশোধ করতে বলে। আমি চরম নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলাম তাই নিজের করণীয় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করি। এভাবেই দিন কাটতে থাকে। ধীরে ধীরে আমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ি। কিছুদিন পর অর্থশূন্য হয়ে নিজ দেশে ফিরে আসি এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে শুরু করি।

কিন্তু মাদকের নেশা আমাকে প্রতিমুহূর্তে পীড়া দিচ্ছিল। আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিল। আমি তাদের এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিলেও শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয়নি। মাদকের নেশায় এভাবে আমি বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতে থাকি। একপর্যায়ে নেশা যেন আমার জীবনের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। একদিন আমি কপর্দকহীন হয়ে পড়ি। নেশার কারণে বাধ্য হয়ে আমি চুরি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ি। নিজের মনস্কামনা পূরণে বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জন করতে থাকি।

একদিন আমি নিজের এই স্খলন ও অসুস্থতা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ি। স্বেচ্ছায় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে যাই। ডাক্তার আমার রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে জানালেন আমি এইডসের জীবাণু বহন করছি।

মুহূর্তেই যেন পৃথিবী আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে। হায় আফসোস! সাময়িক আনন্দের দিনগুলো যেন ক্ষণিকেই ফুরিয়ে আসে। যা আমার জীবনে রেখে যায় দীর্ঘ বিষাদ ও আক্ষেপ। হায় আফসোস! আমার বন্ধুরা আমার

কোনো ভালো কাজে আসেনি। তারা আমাকে কোনো ভালো উপদেশ দেয়নি। হায়! আমি আমার জীবন কাটিয়ে ফেলেছি, অথচ কবরের জন্য তো কিছুই সঞ্চয় করতে পারিনি।

হায়! এভাবেই আমি আমার জীবন শেষ করেছি, এভাবেই আমার বেলা ফুরিয়ে এল; অথচ জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত করতে আমি কিছুই সঞ্চয় করতে পারিনি।

হায়! যখন আমলনামা খুলে দেয়া হবে, মুখের গুনাহসমূহ আলোচনা করা হবে, অন্তরের পাপসমূহ প্রকাশিত হবে, অন্যায়-অপরাধগুলো উন্মোচিত হবে। হায় আফসোস! যখন আমলনামা খোলা হবে, ভালো-মন্দ সবকিছুর পর্যবেক্ষণ করা হবে, যৌবনশক্তির নিরীক্ষণ করা হবে। হায় আফসোস! কত নামাজের সময় আমি হেলায় কাটিয়েছি, যাকাত আদায় করিনি, রোজার মাস রোজা থেকে বিরত থেকেছি! কত সময় আমি অবহেলায় কাটিয়েছি, কত সময় আমি পাপে লিপ্ত থেকেছি। অশ্লীলতায় মেতে উঠেছি। হায় আফসোস! কত সময় আমি আল্লাহর স্মরণ করিনি, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিনি।

হায়! সেদিন আমি কী করব, যেদিন পুণ্যের অধিকারী ব্যক্তিরা মর্যাদার অধিকারী হবেন? যেদিন পাপাচারী ব্যক্তিরা জাহান্নামের খাদে নিপতিত হবে?

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ، وَ هُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّ هُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٩﴾
اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ اِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾

"আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিন, যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অসাবধানতায় রয়েছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। আমিই চূড়ান্ত মালিকানা লাভ করব পৃথিবী ও তার ওপর যারা আছে তাদের এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।"[৩১]

---

৩১. সূরা মারইয়াম ১৯ : ৩৯-৪০

সেই আনন্দঘন দিনগুলো মুহূর্তেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু রেখে যায় তীব্র হতাশা ও দুঃখ। রয়ে যায় শুধু পাপবোধ ও বেদনা।

تفنى اللذاذه ممن ذاق صفوتها *** من الحرام، ويبقى الإثم والعار

تبقى عواقب سوء في مغبتها *** لا خير في لذة من بعدها النار

> হারামের স্বাদ যে আস্বাদন করেছে তার আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে, বাকি থাকবে শুধুই লজ্জা আর ঘৃণা।
>
> মন্দ কাজ শেষ হয়ে গেলেও তার ফল অবশিষ্ট থাকে, কোনো কল্যাণ নেই এমন আনন্দে—যার ফল জাহান্নাম।

এই আমার জীবনের গল্প। এখন আমি এইডসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছি। দ্রুত আমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

তবুও আমি কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি যে, আমি আমার পাপের অনুভূতি লাভ করেছি। আমার অবহেলা সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।

আমি আমার মতো প্রতিটি বুদ্ধিমান যুবককে উপদেশ দেবো ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের। যেসব শিক্ষার বিবরণ আমরা বহু সময় শুনে থাকি, কিন্তু আমরা এর অনুসরণ করি না। এর পরিবর্তে আমরা অনুসরণ করি আমাদের মনস্কামনার আর শয়তানের। নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে সে সকল লোকেরা যারা নিজেদের মনস্কামনার অনুসরণ করে, আর আল্লাহর ব্যাপারে বড় বড় আশা পোষণ করে।

আমি আমার যুবক ভাইদের বলব, তোমরা মাদকদ্রব্য অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত থাকো। এসবই ধ্বংসের পথ। অসৎসঙ্গ এড়িয়ে চলো। অসৎসঙ্গীরা অভিশপ্ত শয়তানের দোসর। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে অর্পণ করছি—যিনি অর্পিত বস্তু ধ্বংস করেন না।

হয়তো যখন তোমরা আমার জীবনকাহিনি পড়বে তখন আমি কবরে অবস্থান করব। হয়তো ততদিনে মৃত্যুর করাল গ্রাস আমায় কেড়ে নেবে। আমার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবে কল্যাণের।

হে দয়াময় প্রভু, যার অনুগ্রহ সর্বত্র বিরাজমান। অসহায় দরিদ্র বান্দাকে দয়া করুন।

يا ربي : إن عظمت ذنوبي كثرة *** فلقد علمتُ بأنَّ عفوك أعظم
إن كان لا يرجوك إلا محسن*** فبمن يلوذ ويستجير المجرم
ما لي إليك وسيلة إلا الرجا *** وجميل عفوك ثم أني مسلم

হে আমার রব, যদিও আমার পাপের বোঝা বিশাল, কিন্তু আমি তো এও জেনেছি, তোমার ক্ষমার দরিয়া আরও বিশাল।

যদি তোমার দুয়ারে পুণ্যবান ব্যতীত কারও ঠাঁই না হয়, তাহলে কে দেবে পাপীতাপীদের আশ্রয়?

তোমার দরবারে প্রত্যাশা ব্যতীত আমার আর কীই-বা আছে পুঁজি, আর আছে তোমার মার্জনার আশা আর এই যে আমি একজন মুসলমান।

সত্যিকারের তাওবাকারী বান্দা,

গভীর রজনীতে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রভুর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকবে। কেননা, সে অনুধাবন করেছে তার প্রভুর সেই পবিত্র বাণী :

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا﴾

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো—আন্তরিক তাওবা।"[৩২]

তাওবাকারী ব্যক্তি, অল্প পরিমাণে আহার করবে, বেশি পরিমাণে দুশ্চিন্তায় ভুগবে। সদা চিন্তামগ্ন থাকবে। আহত বন্দীর মতো ছটফট করবে। যেন অবচেতনভাবে প্রতিটি মুহূর্তে এ কথার জপ করবে :

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا﴾

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো—আন্তরিক তাওবা।"[৩৩]

৩২. সূরা তাহরীম ৬৬ : ৮
৩৩. সূরা তাহরীম ৬৬ : ৮

তাওবাকারী ব্যক্তি,

ধারাবাহিক রোজায় কৃশকায় হতে থাকবে। দীর্ঘ নামাজ তাকে ক্লান্ত করে তুলবে। তার দীর্ঘ রজনী কাটবে প্রভুর সান্নিধ্যে। সে তার আত্মা ও শরীরের সমন্বয়ে যেন ঘোষণা করবে তার প্রভুর বাণী :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا﴾

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো—আন্তরিক তাওবা।"[৩৪]

তাওবাকারী বান্দা,

সদা লজ্জিত থাকবে। অনুশোচনায় ভুগবে। নিজের মনস্কামনার নিন্দা করবে। সর্বদা অনুভব করবে তার প্রভুর এ নির্দেশনা :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا﴾

"মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো—আন্তরিক তাওবা।"[৩৫]

তাওবাকারী ব্যক্তি,

তার যৌবনের গুনাহের স্মরণে কান্নাকাটি করবে, যা তার আমলনামাকে ভারী করে রেখেছে। সে অনুধাবন করবে, যে মহান প্রভুর দ্বারে উপনীত হবে সে তা অবারিত পাবে। সদা সে গুনগুনিয়ে গাইবে :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا﴾

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো—আন্তরিক তাওবা।"[৩৬]

হে আমার প্রভু, প্রার্থনা করছি আপনার কাছে তাওবার দৃঢ়তার। আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি গুনাহ হতে মুক্তির উপায়, প্রার্থনা করছি তাওবার গুনাহের কারণসমূহ থেকে মুক্তির উপায়।

---

৩৪. সূরা তাহরীম ৬৬ : ৮

৩৫. সূরা তাহরীম ৬৬ : ৮

৩৬. সূরা তাহরীম ৬৬ : ৮

নীড়ে ফেরার গল্প

পথের দিশা আল্লাহর হাতে

আমার বয়স তখনো ত্রিশের কোঠা পেরোয়নি। যখন আমার স্ত্রী প্রথমবার সন্তানসম্ভবা হয়। সে রাতের কথা হয়তো আমি কখনো ভুলতে পারব না। আক্ষরিক অর্থেই সেটি ছিল এক অন্ধকার রাত। সে রাতে আমি বন্ধুদের সাথে হাসি-তামাশায় মেতে ছিলাম। আমার মধ্যে যে কারও অনুকরণ করার সহজাত ক্ষমতা ছিল। আমি সহজেই যে কারও অনুকৃতি করতে পারতাম।

সেদিন রাতে আমি ঠাট্টা করেছিলাম রাস্তায় দাঁড়ানো এক অন্ধ ভিক্ষুকের সাথে। আমি তার চলার পথে পা রাখি। সে আমার পায়ের সাথে আঘাত পেয়ে পড়ে যায়। তখন আমার অট্টহাসি পুরো বাজার মাতিয়ে তোলে।

বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটিয়ে আমি দেরি করে বাসায় ফিরি। বাসায় এসে দেখি আমার স্ত্রী বেশ অসুস্থ। সে আমার অপেক্ষা করছিল।

: রাশেদ এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

: (স্বভাবসুলভ কৌতুকমাখা কণ্ঠে আমি বললাম) মঙ্গল গ্রহে।

: রাশেদ আমি অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করছি (সে ছিল সন্তানসম্ভবা)। এ কথা বলতেই তার গাল বেয়ে তপ্ত অশ্রুফোঁটা গড়িয়ে পড়ে।

এতক্ষণে আমি স্ত্রীর প্রতি আমার অবহেলা টের পেলাম। গর্ভধারণের নবম মাসে যেখানে তার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী হওয়ার কথা ছিল, সেখানে আমি তাকে চরম অবহেলা করেছি। পুরো এক দিন সে হসপিটালে তীব্র প্রসববেদনা ভোগ করে। শেষ পর্যন্ত আমার পুত্রের জন্ম হয়। সেই মুহূর্তে আমি হসপিটালে ছিলাম না। আমি আমার ফোন নাম্বার দিয়ে বাসায় ফিরে এসেছিলাম। হসপিটাল থেকে আমাকে সন্তান জন্মের সংবাদ জানানো হয়। আমি তড়িঘড়ি হাসপাতলে পৌঁছাই। তারা আমাকে ডাক্তারের সাথে কথাবার্তা বলতে বলে।

কেন আমি ডাক্তারের সাথে দেখা করব? আমি তো আমার পুত্র সালিমকে দেখতে চাই।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডাক্তারের সাথে কথা বলতে যাই। ডাক্তারের গুরুগম্ভীর কণ্ঠ শুনে আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি 'আপনার সন্তানটি দৃষ্টিশক্তিহীন জন্মান্ধ'। তাৎক্ষণিক আমার সেই রাতের অন্ধ ভিক্ষুকের কথা মনে পড়ে। অবচেতন মনেই আমার মুখ থেকে বের হয়, সুবহানাল্লাহ! যেমন কর্ম তেমন ফল। আমার স্ত্রী এতে খুব একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল না। আল্লাহর ফয়সালায় সে ছিল সন্তুষ্ট। সে আমাকে বহুবার মানুষের অনুকৃতি করতে নিষেধ করত। সে আমাকে বারবার বোঝাত এটা এক ধরনের গীবত।

জন্মান্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করায় ছেলেটির প্রতি আমি তেমন মনোযোগী হতে পারিনি। আমি তাকে বারবার ভুলে থাকার চেষ্টা করছিলাম। যখন সে বেশি কান্নাকাটি করত আমি অন্য কক্ষে গিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতাম। আমার স্ত্রী তার যথেষ্ট খেয়াল রাখত এবং তাকে পরম ভালোবাসায় আগলে রাখত। আসলে ব্যাপারটি এমন নয় যে, তাকে আমি অপছন্দ করতাম; বস্তুত আমি তাকে ভালোবাসতেই পারছিলাম না। তার দাঁড়ানোর বয়স এলে আমার স্ত্রী খুব ঘটা করে উৎসবের আয়োজন করেছিল। সালিম দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করতেই আমরা আবিষ্কার করি, তার একটি পা খোঁড়া।

এদিকে তার প্রতি আমার অবহেলার মাত্রাও বেড়ে চলছিল। অন্যদিকে আমার স্ত্রীর ভালোবাসার মাত্রা বাড়তে থাকে। এরপর আমার ঘরে ওমর ও খালিদ নামে আরও দুজন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তবুও সালিমের প্রতিই আমার স্ত্রীর টান ছিল অন্যরকম।

এভাবে দিন কেটে যেতে থাকে। আমিও পূর্বের মতো অবহেলা ও বিনোদনে মজে ছিলাম। বাজে বন্ধুরাই ছিল আমার নিয়মিত সঙ্গী। আমার স্ত্রী আমার আচরণে কখনো নিরাশ হয়নি। সে আমাকে নিরবধি কল্যাণের প্রতি আহ্বান করত। আমার অযাচিত আচরণে সে কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেনি। সালিমের প্রতি আমার অবহেলা ও তার অন্য দুই ভাইয়ের প্রতি আমার আন্তরিকতায়ও সে বিরূপ হয়নি।

এদিকে সালিম বড় হতে থাকে। সালিমের মা তাকে অন্ধদের-প্রতিবন্ধী স্কুলে ভর্তি করাতে চাইলে আমি বাধা দিইনি।

কীভাবে সময় কেটে যাচ্ছিল আমি টেরও পাইনি। আমার মতো করেই অবহেলায় কাটছিল আমার দিনরাত।

সেদিন শুক্রবার। দুপুর ১১ টায় আমার ঘুম ভাঙে। দ্রুত গোসল সেরে জামাকাপড় পরে আমি বের হই। সালিমকে সজোরে কান্নাকাটি করতে দেখে আমি থমকে দাঁড়াই। জন্মের পর থেকে যেন এই প্রথম তার কান্না শুনছি। অনিচ্ছাসত্ত্বেই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সালিম কেন কান্নাকাটি করছ। আমার কথা শুনে সে কান্না থামায়, যেন সে পরিস্থিতি অনুধাবন করছিল। আমি বুঝতে পারলাম সে আমার কাছে কারণ বলতে চাচ্ছে না। সে যেন আমাকে ধিক্কার দিচ্ছিল, '১০ বছর পর্যন্ত কেন তুমি তোমার সন্তানের কোনো খোঁজ নাওনি?' আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়েই সে ঘরে প্রবেশ করে। কোনোভাবেই সে আমাকে কান্নার কারণ বলতে চাচ্ছিল না। বারবার জিজ্ঞেস করার পর সে আমাকে জানায়, তার ভাই ওমর—যে তাকে প্রতিদিন মসজিদে পৌঁছে দেয়—সে মসজিদে যেতে দেরি করছে। আজ শুক্রবার সে ভয় পাচ্ছিল হয়তো সে আজ প্রথম কাতারে জায়গা পাবে না।

এদিকে সালিমের মা তাকে খুঁজছিল। চিৎকার করে তাকে ডাকছিল, কিন্তু কেউ উত্তর দেয়ার মতো ছিল না। আমি সালিমের মুখে হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যেন সে উত্তর না দেয়। কেন যেন তখন আমি সালিমকে বললাম, হে সালিম, চিন্তা কোরো না। তুমি কি জানো আজ তোমার সাথে কে মসজিদে যাবে?

সালিম উত্তরে বলে, ওমর। কিন্তু সে কোথায় চলে গেল আমি বুঝতে পারছি না। আমি বললাম, না, হে সালিম, আজ আমি তোমার সাথে মসজিদে যাব। সালিম চমকে যায়। সে ভাবছিল আমি তার সাথে ঠাট্টা করছি। সে পুনরায় কান্না করতে শুরু করে। আমি আমার হাত দিয়ে তার অশ্রু মুছে দিই। আমি তার হাত ধরে বের হই। আমি তাকে গাড়িতে মসজিদে পৌঁছে দিতে চাইলে উত্তরে সে আমাকে বলল, হে আমার পিতা, মসজিদ তো কাছেই। আমি হেঁটে যেতে চাই—যার প্রতিটি কদমে আমি সাওয়াব পাব।

তখন আমি মনে করতে পারছিলাম না, শেষ কবে আমি মসজিদে গিয়েছিলাম বা শেষ কবে আমি আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হয়েছিলাম। সেদিন যেন প্রথমবারের মতো আমি লজ্জা ও ভয় অনুভব করি। গত জীবনের অপরাধ ও পাপের লজ্জা-অনুশোচনা আমাকে ঘিরে ধরেছিল। পুরো মসজিদ লোকে লোকারণ্য ছিল। তবু আমি প্রথম কাতারে সালিমের জন্য জায়গা খুঁজে পাই। একসাথে বসে আমরা জুমার খুতবা শ্রবণ করি এবং তার পাশেই নামাজ আদায় করি। নামাজের পর সালিম আমাকে কুরআনে কারিম দিতে বলে। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, সে তো অন্ধ। সে কীভাবে তিলাওয়াত করবে? তবুও সে মনে কষ্ট পাবে ভেবে আমি তাকে কোনো প্রশ্ন করিনি। সে আমাকে সূরা কাহাফ খুলে দিতে বলল। আমি তা-ই করি।

সুবহানাল্লাহ! সে পুরো সূরা কাহাফ মুখস্থ তিলাওয়াত করল। তার সামনে কুরআনে কারিম ধরে রেখে আমার মেরুদণ্ডে যেন ভয়ের স্রোত প্রবাহিত হয়ে যায়। আমি নিজেও তিলাওয়াত করলাম। আল্লাহর দরবারে আমি প্রার্থনা করলাম যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করেন। যেন আমাকে দেন সঠিক পথের দিশা। আমি প্রবল বেগে কান্না করতে থাকি—লজ্জায়, অনুশোচনায় নিজের সীমাতীত অপরাধের অনুভূতিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি অনুভব করি, তার কোমল হাত আমার গণ্ডদেশের অশ্রু মুছে দিচ্ছে।

অতঃপর আমরা ঘরে ফিরে আসি। এদিকে আমার স্ত্রী সালিমকে না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার দুশ্চিন্তা আনন্দাশ্রুতে পরিণত হয় যখন সে জানতে পারে, আমি সালিমের সাথে জুমআর নামাজ আদায় করেছি। সেদিন থেকে আমার কোনো নামাজ মসজিদে আদায় করা থেকে ছুটে যায়নি। আমি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করি। মসজিদের নিয়মিত নামাজীদের সাথেই গড়ে ওঠে আমার বন্ধুত্ব। আমি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকি। ইবাদতের তৃপ্তি আমাকে পাপের আনন্দ থেকে সরিয়ে দেয়।

এখন আমি প্রতিমাসে একাধিকবার কুরআনে কারিম খতম করি; অথচ এই আমি বহু বছর আমি ছিলাম কুরআনে কারিম বিমুখ। এখন আমি সদা আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকি—এ প্রত্যাশায়, হয়তো আল্লাহ আমার দীর্ঘদিনের

দূরত্বকে ক্ষমা করে দেবেন। হয়তো মানুষের সাথে আমার মন্দ আচরণের পাপ মার্জনা দেবেন।

ধীরে ধীরে আমি নিজের পরিজনদের সাথে ঘনিষ্ঠতা অনুভব করতে থাকি। আমি আমার স্ত্রীর চোখে আমার জন্য ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দৃষ্টি দেখতে পাই—যা ইতঃপূর্বে তার চোখে অনুপস্থিত ছিল। আমি ফিরে পাই আমার ছেলে সালিমের মুখের হাসি। এখন তাকে মনে হচ্ছে এই পৃথিবীর অত্যন্ত সুখী মানুষ। আলহামদুলিল্লাহ, আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বহুবার চরণে লুটিয়ে পড়েছি।

একদিন আমি ও আমার বন্ধুরা দূরবর্তী কোনো এক অঞ্চলে কল্যাণমূলক কাজে যোগদানের পরিকল্পনা করছিলাম। সেখানে যাওয়ার আগে আমি বারবার চিন্তা করছিলাম। আমি ইস্তিখারা করি। স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করি। আমি ভেবেছিলাম হয়তো সে অনুমতি দেবে না। কিন্তু সে অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমাকে অনুমতি প্রদান করে এবং আমার সাহস জোগায়। সালিমকে এ ব্যাপারে জানালে সেও অত্যন্ত আনন্দবোধ করে। সে তার কোমল হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আল্লাহর শপথ! যদি সে আমার সমান হতো, তাহলে হয়তো আনন্দে আমার কপালে চুম্বন করত। আমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে বেরিয়ে পড়ি। তিন মাস আমি সবার থেকে দূরে ছিলাম। যখন সম্ভব হতো স্ত্রীর সাথে ফোনে কথা বলতাম। আমার সন্তানদের সাথে কথা বলতাম। তাদের সাথে কথা বলার জন্য আমি ব্যাকুল থাকতাম। তবে সালিমের সাথে কথা বলার জন্যই আমার বেশি আকুলতা থাকত।

কিন্তু আমার পরিজনদের মধ্যে একমাত্র তার সাথেই এ দীর্ঘ সফরে আমার একবারও কথা হয়নি। যখনই আমি ফোন করেছি হয়তো সে মাদরাসায় ছিল, না হয় মসজিদে অবস্থান করছিল। স্ত্রীর সাথে যখনই কথা বলতাম তাকে বলে দিতাম, যেন সালিমকে আমার সালাম পৌঁছে দেয়, আমার ভালোবাসা দেয়।

আমার স্ত্রীকে যখনই আমি এ কথা বলতাম তখন সে হেসে দিত। কিন্তু শেষবার যখন আমি তাকে ফোনে এ কথা বলি, তার স্বভাবসুলভ সেই কাঙ্ক্ষিত হাসির শব্দ শুনতে পাইনি। তার কণ্ঠের কেমন যেন পরিবর্তন মনে

হয়। সবশেষে যখন আমি ঘরে ফিরে আসি, দরজায় করাঘাত করি—আমি ভেবেছিলাম সালিম হয়তো দরজা খুলে দেবে। কিন্তু আমাকে চমকে দিয়ে আমার চার বছরের সন্তান খালিদ দরজা খোলে।

ঘরে প্রবেশ করেই যেন আমি শঙ্কিত হয়ে পড়ি। আল্লাহর কাছে বিপদ-আপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমার স্ত্রী আমার আগমনে আনন্দিত ছিল। তবুও আমার কাছে সবকিছু কেমন যেন উলটপালট মনে হচ্ছিল। সব দিকে যেন একধরনের বিষণ্নতার ছাপ বিরাজ করছিল। আমি বারবার জিজ্ঞেস করছিলাম, কী হয়েছে? উত্তরে সে বলল, কিছুই হয়নি। যেন সে আমার কাছ থেকে কিছু একটা লুকাচ্ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সালিম কোথায়? সে মাথা নিচু করে রাখল, কোনো উত্তর দিলো না। নীরবতা ভেঙে খালিদ উত্তর দিলো, সালিম আল্লাহর কাছে জান্নাতে চলে গিয়েছে। সেই মুহূর্ত থেকে যেন সে শব্দগুলোই আমার কানে গুঞ্জন করছিল। আমার স্ত্রী আর নিজেকে সংবরণ করে রাখতে পারেনি। সে জোরে বিলাপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমার ফেরার দুই সপ্তাহ আগেই সালিম জ্বরে আক্রান্ত হয়। আমার স্ত্রী তাকে হাসপাতালে ভর্তি করায়। দুদিন পর তার মৃত্যু হয়। সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয়। আমি অনুভব করলাম, যেন তার কোমল হাত আমার অশ্রু মুছে দিচ্ছিল। যেন তার বাহু আমাকে স্পর্শ করছিল। আমি চরম দুঃখ পাই আমার অন্ধ-ল্যাংড়া সন্তান সালিমের জন্য।

আহা, সে অন্ধ ছিল না। মূলত আমিই ছিলাম অন্ধ—যখন আমি ঘুরে বেড়াতাম মন্দ বন্ধুদের সাথে। আহা, সে ল্যাংড়া ছিল না। সে-ই ছিল সক্ষম। এতকিছু সত্ত্বেও সে ঈমানের পথে পরিচালিত হয়েছিল।

আমার কানে যেন তার কণ্ঠেই গুঞ্জরিত হচ্ছিল :

﴿رَبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ﴾

"তোমার প্রতিপালক সুপ্রশস্ত করুণার মালিক।"[৩৭]

---

৩৭. সূরা আনআম ৬ : ১৪৭

আমার পুত্র সালিম, এতদিন আমি তাকে অবহেলা করতাম। আজ নতুন করে আবিষ্কার করলাম—আমি আমার অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে তাকেই সবচাইতে বেশি ভালোবাসি। আমি বহুক্ষণ কান্নাকাটি করলাম। শোকাহত হয়ে পড়লাম। আর কেনই-বা হব না? আমার এই ছেলেটির হাত ধরেই তো আমার হেদায়াতের পথের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তার হাত ধরেই শুরু হয়েছিল আমার নীড়ে ফেরার সফর।

হে আল্লাহ, সালিমকে আপনার অনুগ্রহে জড়িয়ে নিন। হে আল্লাহ, আপনার কাছে হেদায়াতের ওপর আমৃত্যু অবিচল থাকার সামর্থ্য প্রার্থনা করছি।

সুসংবাদ গ্রহণ করুন হে তাওবাকারী! হে নীড়ে ফেরার অভিযাত্রী!

শুনুন মহান আল্লাহর বাণী :

﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।"[৩৮]

মহান আল্লাহ তাঁর রহমতের দ্বার অবারিত করার ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেন :

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ۚ اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩৯]

মহান আল্লাহ আরও ঘোষণা করেন :

﴿اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

---

৩৮. সূরা বাকারা ২ : ২২২
৩৯. সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩

"কিন্তু যারা তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে, সত্য প্রচার করে এবং সৎকর্ম করে—আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪০]

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

"পুণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়।"[৪১]

আরহামুর রাহিমীন মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾

"আর যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে—আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল।"[৪২]

মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

'হে বনী আদম, তুমি আমাকে যতবার প্রার্থনা করবে, যতবার আমার কাছে ইসতিগফার করবে—আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবো।

হে আদমসন্তান, আমি তোমার অপরাধের আধিক্যের পরোয়া করব না।

হে আদমসন্তান, যদি তোমার অপরাধসমূহ আকাশের মেঘমালা পরিমাণও হয়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবো।

হে বনী আদম, যদি তুমি পৃথিবীর সমপরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপনীত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরিক না করো, আমি তা-ও ক্ষমা করে দেবো।'

হে তাওবাকারী! হে নীড়ে ফেরার অভিযাত্রী! সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

---

৪০. সূরা ফুরকান ২৫ : ৭০
৪১. সূরা হুদ ১১ : ১১৪
৪২. সূরা ত্বহা ২০ : ৮২

রাসূলে কারিম ﷺ ইরশাদ করেন, 'গুনাহ হতে তাওবাকারী ব্যক্তি এমন ব্যক্তির ন্যায়, সে কোনো অপরাধ করেনি।'[৪৩]

হে তাওবার পথের যাত্রী! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নিশ্চয় মহান আল্লাহ আনন্দিত হন তাওবাকারী তাওবায়। নিশ্চয়ই অপরাধী ব্যক্তিদের তাওবা মহান আল্লাহর কাছে আবেদের তাসবীহর চাইতেও বেশি পছন্দনীয়।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মাসউদ রা.-কে জিজ্ঞেস করল, আমি বহু পাপ করেছি, আল্লাহ কি আমার তাওবা কবুল করবেন? তার কথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ রা. অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তার দিকে তাকিয়ে দেখেন সে কান্না করছে। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজাই খুলে দেয়া হয় আবার বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু তাওবার দরজা ব্যতিক্রম। মহান আল্লাহ সেখানে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন, তিনি কখনো তা বন্ধ করেন না। সুতরাং তুমি আমল করতে থাকো এবং নিরাশ হোয়ো না। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না।'

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু কাশেম বলেন, আমি আব্দুর রহমানের সাথে কাফেরের তাওবা-সংক্রান্ত মহান আল্লাহর এ বাণী নিয়ে আলোচনা করছিলাম :

﴿إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾

"তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে।"[৪৪]

অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহর কাছে আমি এই প্রত্যাশা রাখি যে, মুসলমানের তাওবা অবশ্যই কাফেরের চাইতে আরও উত্তম হবে।

আমি শুনেছি, মুসলমান ব্যক্তির তাওবা ইসলামের পর নতুন করে ইসলাম গ্রহণের ন্যায়।

---

৪৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৪২৫০
৪৪. সূরা আনফাল ৮ : ৩৮

বর্ণিত আছে, বনী ইসরাইলের এক যুবক ২০ বছর যাবৎ আল্লাহর ইবাদত করেন, অতঃপর ২০ বছর পাপে লিপ্ত থাকেন। একদিন তিনি নিজেকে আয়নায় দেখেন। তত দিনে তার চুল-দাড়ি সাদা হয়ে যায়। তিনি প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ, আমি ২০ বছর তোমার ইবাদত করেছি, ২০ বছর তোমার অবাধ্যতা করেছি। এখন যদি আমি তোমার দ্বারে ফিরে আসি তুমি কি আমায় গ্রহণ করবে? দয়াময় প্রভুর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেন, তুমি আমাকে ভালোবেসেছিলে আমিও তোমাকে ভালোবেসেছি। তুমি আমাকে ছেড়ে বিমুখ হয়েছিলে, আমিও তোমার বিমুখ হয়েছিলাম। তুমি পাপের কাজে লিপ্ত হয়েছ, আমি তোমাকে সুযোগ দিয়েছি। যদি তুমি ফিরে আসো আমি তোমাকে আবার গ্রহণ করব।

﴿وَ هُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ﴾

"তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহের মার্জনা করেন।"[৪৫]

হে বন্ধু, দ্রুত তাওবা করুন। আল্লাহর অভিমুখী হোন।

নিশ্চয়ই দীর্ঘায়ুর প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা মানুষের সত্যিকারের তাওবার পথে প্রতিবন্ধক হয়।

যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশায় মন্দ কাজে লিপ্ত হয়, তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ﴾

"আপনি ছেড়ে দিন তাদের, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতিসত্বর তারা জেনে যাবে।"[৪৬]

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾

---

৪৫. সূরা শুরা ৪২ : ২৫

৪৬. সূরা হিজর ১৫ : ৩

“আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগবিলাস করতে দিই, অতঃপর তাদের কাছে চলে আসে যে বিষয়ের তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।”[৪৭]

স্মরণ করুন রাব্বুল আলামিনের বাণী :

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّ بَنِيْنَ ﴿٥٤﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

“তারা কি মনে করে, আমি তাদেরকে সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ দিয়ে যাচ্ছি তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না।”[৪৮]

হে বন্ধু, দ্রুত তাওবা করুন। তাওবামুখী হোন—মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমে, মৃত্যুর প্রস্তুতির মাধ্যমে। আমাদের সবারই মৃত্যু নিকটবর্তী। জীবন যতই দীর্ঘ হোক, বস্তুত তা অত্যন্ত ছোট। দুনিয়া যতই বড় হোক, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত তুচ্ছ। তাই নিজের শেষ পরিণতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রাখুন। কী অবস্থা হবে, যখন আমাদের মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। যাত্রা শুরু হবে পরকালের।

পৃথিবীতে ঘোষণা দেয়া হবে আমাদের মৃত্যুর। আমরা যাত্রা শুরু করব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের। তাই এখনই নিজের পথ ও পন্থা নির্বাচন করুন।

হযরত হাসান বিন আবি সিনানের মৃত্যুকালে কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, কেমন অনুভব করছেন? উত্তরে তিনি বলেন, যদি আমি জান্নাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাই, তাহলে তা হবে কল্যাণময়। কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনার শেষ ইচ্ছা কী? তিনি বলেন, ‘একটি দীর্ঘ রজনী—যার পুরোটা আমি নামাজে কাটাব।’

---

৪৭. সূরা শুআরা ২৬ : ২০৫-২০৬
৪৮. সূরা মুমিনুন ২৩ : ৫৪-৫৫

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মৃত্যুকালে হযরত মুজানি রহ. তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, কেমন বোধ করছেন? উত্তরে তিনি বলেন, দুনিয়া ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছি। বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছেদের প্রস্তুতি নিচ্ছি। নিজের মন্দ আমলের সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিচ্ছি। মৃত্যুর প্রস্তুতি নিচ্ছি। রাব্বুল আলামিনের দরবারে উপনীত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি জানি না, আমার আত্মা জান্নাত অভিমুখী হবে? নাকি জাহান্নামে লাঞ্ছিত হবে?

হে বন্ধু, নিশ্চয়ই দীর্ঘ দীর্ঘ প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষাসমূহ হারিয়ে যাবে। ধন-সম্পদ শেষ হয়ে যাবে। সুন্দর সুঠাম দেহ মাটির নিচে প্রোথিত হবে। দিন-রাত্রির পরিক্রমা প্রতিটি নতুনকে পুরাতন করে দেবে, সব দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করে দেবে। প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত। হে বন্ধু, সচেতন হোন!

মহান আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করুন। নীড়ে ফেরা কাফেলার সাথে অন্তর্ভুক্ত হোন।

যাকে চারটি বস্তুর তাওফিক দেয়া হয়েছে, অপর চারটি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় না।

- যাকে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনার তাওফিক দেয়া হয়েছে, তাকে কবুলিয়াত থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

﴿وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

"তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো।"[৪৯]

- যাকে ইসতিগফারের তাওফিক দেয়া হয়েছে, তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেয়া হবে।

﴿اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا﴾

"তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।"[৫০]

---

৪৯. সূরা মুমিন ৪০ : ৫৯

৫০. সূরা নুহ ৭১ : ১০

- যাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তাওফিক দেয়া হয়েছে, তাকে অধিক নিয়ামতপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ﴾

"যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তবে তোমাদেরকে আরও দেবো।"[৫১]

- যাকে তাওবার তাওফিক দেয়া হয়েছে, তাকে বিফল ফিরিয়ে দেয়া হবে না।

﴿وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ﴾

"তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন।"[৫২]

---

৫১. সূরা ইবরাহিম ১৪ : ৭
৫২. সূরা শুরা ৪২ : ২৫

পরিশিষ্ট

হে বন্ধু, জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রদর্শিত পন্থা ব্যতীত জীবন একটি মরীচিকা মাত্র। আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা ব্যতীত আত্মার পরিশুদ্ধি সম্ভব নয়। আত্মা আল্লাহর সান্নিধ্যে প্রশান্তি লাভ করে।

﴿يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ﴾

"হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?"[৫৩]

হে বন্ধু, আপনি কি ভয় পাচ্ছেন না মহান আল্লাহর কঠোর শাস্তির?

হে বন্ধু, আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে মুক্তি নিন কঠোর শাস্তি হতে।

হে বন্ধু, নীড়ে ফেরার গল্প লিখুন অনুশোচনা ও অশ্রুমালা দিয়ে।

নীড়ে ফেরার যাত্রা করুন বিনয়ী হয়ে একাগ্রচিত্তে।

হে বন্ধু, কষ্টক্লেশ সহ্য করে নীড়ে ফেরার যাত্রা অব্যাহত রাখুন। আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি দয়াময় প্রার্থনা গ্রহণকারী।

আল্লাহর দরবারে হাত তুলুন, যখন মানুষের থাকে ঘুমন্ত।

প্রার্থনা করুন, 'হে দয়াময়, যিনি আশাবাদীদের আশা জাগান, যিনি ভীত-সন্ত্রস্তদের হিম্মত জোগান। যদি আপনার দ্বার থেকে আমাদের বঞ্চিত হতে হয়, আমরা কোথায় যাব? হে এমন সত্তা, যিনি পাপিষ্ঠদের দয়া করেন, যিনি ভুলে যাওয়া বান্দাদের অনুগ্রহ করেন। হে মহান প্রভু, আমি আপনার অবাধ্যতা করেছি। আমার দুরবস্থা দেখে আপনি করুণা করুন। হে দয়াময় প্রভু, কোথায় যাবে আপনার সৃষ্টি, যদি আপনি দয়া না করেন?'

---

৫৩. সূরা ইনফিতার ৮২ : ৬

তারা কত সৌভাগ্যবান যারা মন্দ পথ পরিত্যাগ করেছেন। সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন। যারা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছেন এবং তাতে সাড়া দিয়েছেন। যারা তাওবার পথে চলেছেন এবং কখনো বিচ্যুত হননি। যারা আল্লাহর দরবারে অনুশোচনার সাথে অনুযোগ নিয়ে এসেছেন এবং তাওবা করেছেন। যারা নিজেদের রবের দ্বারে করাঘাত করেছেন এবং নিষ্ফল ফিরে যাননি।

তাওবার গল্প

দ্বিতীয় অধ্যায়

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسلِمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।"[৫৪]

﴿يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيباً﴾

"হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাকো, এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।"[৫৫]

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَ قُولُواْ قَولاً سَدِيداً ، يُصلِحْ لَكُم أَعْمَالَكُم وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾

"হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে—সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।"[৫৬]

---

৫৪. সূরা আলে ইমরান ৩ : ১০২
৫৫. সূরা নিসা ৪ : ১
৫৬. সূরা আহজাব ৩৩ : ৭০-৭১

প্রিয় উম্মাহর রত্ন মুসলিম ভগিনীগণ। মহান আল্লাহ আপনাদের জীবনে বরকত দান করুন, সত্যের পথে অবিচল রাখুন। আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি আপনাদের নিরাপদ ও প্রশান্তচিত্ত রাখুন। খোদাভীরু সাধ্বী হওয়ার তাওফিক দান করুন।

হে প্রিয় বোন, আজ সারা পৃথিবীর মানুষ সাময়িক বিনোদনে মত্ত হয়ে নিজেদের মনস্কামনা পূরণ করছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুখের সন্ধানে প্রতিটি নারীকেই শান্তি ও সৌভাগ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়—অবনত হতে হয় মহান স্রষ্টার সকাশে। কেননা, এই পৃথিবী আপনাকে যা কিছুই দান করুক, যতই বিনোদিত করুক—তা কাউকে সুখী ও সৌভাগ্যবান করে তুলতে পারে না। বোন আমার! সকল সৌভাগ্য ও কল্যাণ আল্লাহমুখী হওয়ার মধ্যেই নিহিত। যার অর্জনে আল্লাহমুখী হতে হবে, আল্লাহর দেয়া বিধানসমূহ পালন করতে হবে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। আমরা সবাই সৌভাগ্যের প্রত্যাশী, আনন্দ ও প্রশান্তির প্রত্যাশী।

কিন্তু, কোথায় সেই সৌভাগ্য? কোথায় তার উৎস? বহুজনে ধারণা করে, হয়তো সম্পদেই প্রশান্তি নিহিত। দীর্ঘ পরিশ্রমে বিত্তশালী হয়ে সে আবিষ্কার করে এতে প্রশান্তি নেই। আবার কেউ হয়তো ভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা পরিচিতির মধ্যেই হয়তো প্রশান্তি নিহিত, কিন্তু দেখা গেল তাতেও সুখ নেই। হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারিম ﷺ ইরশাদ করেন, 'যদি কোনো মানবসন্তানের এক উপত্যকা পরিমাণ স্বর্ণ থাকে তবুও সে সমপরিমাণ স্বর্ণের জন্য লালায়িত থাকবে। কবরের মাটি ব্যতীত কোনো কিছুই তার লোভ পূরণ করতে পারে না। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেন যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।'[৫৭]

আবার কেউ কেউ ধারণা করে সুখ-শান্তি হয়তো মনস্কামনার পূরণ বা বিনোদনের মধ্যেই নিহিত। তারা সেখানেই তার খুঁজে বেড়ান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন।

৫৭. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৪৩৯

কোথায় সুখ? আর কীভাবে তা অর্জন করা যায়? কোথায় সফলতা? কীভাবে পাওয়া যায় তার সন্ধান? বোন আমার, মনের দ্বার খুলে দিয়ে ভাবুন, অনুধাবন করুন।

আসুন আজ নীড়ে ফেরা বোনদের গল্প শুনি।

নীড়ে ফেরার গল্প

আমাদের এক বোনের গল্প, যিনি নীড়ে ফিরেছিলেন—তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন তার নীড়ে ফেরার গল্প। হানা—নীড়ে ফেরার অভিযাত্রী। তিনি বলেন,

আমার বোন নুরা ততদিনে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয় যায়। তবুও নিজের চিরাচরিত অভ্যাসমতে তিনি সর্বদা কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সদা তার অবস্থান হতো জায়নামাজে। কখনো রুকুতে আনত, আবার কখনো সেজদাবনত। এভাবেই তার দিন কাটছিল। অন্যদিকে আমি থাকতাম বিভিন্ন ম্যাগাজিনে মগ্ন, ডুবে থাকতাম উপন্যাসে। বিভিন্ন মুভি ও টেলিভিশন প্রোগ্রামই থাকত আমার নিত্যকার ব্যস্ততা।

ধর্মীয় বিধিবিধানে আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না, এমনকি নামাজেও আমি নিয়মিত ছিলাম না। (আমাদের সমাজের বহুজনার অবস্থাই এমন।)

একদিন দীর্ঘক্ষণ টেলিভিশনের সামনে কাটিয়ে যেই আমি বিছানায় যাচ্ছিলাম পার্শ্ববর্তী মসজিদ থেকে তখন ভেসে আসছিল ফজরের আজান। বিছানায় পিঠ এলিয়ে দিতেই জায়নামাজে বসা নুরা আমাকে ডাকতে থাকে। বিরক্ত জড়িত কণ্ঠে আমি তাকে উত্তর দিলাম, নুরা, কী হয়েছে?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে উত্তর দিলো, ফজরের নামাজ না পড়ে ঘুমাবে না। আমি বললাম, ওহ, এখনো ফজরের নামাজের আরও প্রায় এক ঘণ্টা বাকি আছে। এটি তো তাহাজ্জুদের আজান মাত্র। ভালোবাসাপূর্ণ কণ্ঠে নুরা আমাকে আবারও বুঝিয়ে বলে। ভয়ংকর অসুস্থ হয়ে বিছানাবন্দি হওয়ার আগ পর্যন্ত আমার সাথে এমনই ছিল তার আচরণ।

আমাকে দেখে বলত, এই হানা আমার পাশে আসো। আমি তার কথা ফিরিয়ে দিতে পারতাম না।

: কী হলো নুরা?

: আমার পাশে বসো।

: হ্যাঁ বসলাম, কিছু বলবে?

তখন সে তার সুরেলা কণ্ঠে আমার সামনে তিলাওয়াত করত :

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

"প্রত্যেক প্রাণীকেই আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পাবে পরিপূর্ণ প্রতিদান। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই হবে সফল। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা বৈ কিছুই নয়।"[৫৮]

অতঃপর সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করে

: তুমি কি মৃত্যুতে বিশ্বাসী নও?

: কেন নয়? অবশ্যই আমি এ কথায় বিশ্বাসী। তবে আমি এও বিশ্বাস করি, মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

: তুমি কি বিশ্বাস করো না যে, পরকালে প্রতিটি ছোট-বড় অপরাধের হিসাব নেয়া হবে?

: হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করি। কিন্তু মহান আল্লাহ দয়াময়, ক্ষমাশীল এবং জীবন বহু দীর্ঘ।

: তুমি কি আকস্মিক মৃত্যুতে বিশ্বাস করো না? হিন্দ কি তোমার চাইতে বয়সে ছোট ছিল না? সে কি আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেনি? এভাবে সে বিভিন্নজনের উদাহরণ দিত।

---

৫৮. সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৮৫

মৃত্যু! তার কি রয়েছে নিদৃষ্ট কোনো সময়? এটা আগাম জানার জন্য কি রয়েছে কোনো পরিমাপযন্ত্র? সকলেই জানে মৃত্যুর কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই এবং নেই কোনো নির্দিষ্ট সময়। যা আসে অকস্মাৎ, সবার অগোচরে।

: আমি অন্ধকারকেই ভয় পাই, আর তুমি আমাকে এখন মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ? আমার ঘুমটাই নষ্ট করে দিলে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে ডেকে বলবে যে, আমরা ছুটির কদিন একত্রে ভ্রমণে বের হব।

হিমশীতল কণ্ঠে সে উত্তরে আমাকে যা বলে তাতে আমার হৃদয় কম্পিত হয়ে ওঠে। 'হয়তো আমি এ বছর অনেক দূরের ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ব। হয়তো যে যাত্রা হবে সুদীর্ঘ। হানা, পৃথিবীর সকল মানুষের জীবনকাল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।' অতঃপর আমরা দুজনেই কান্না করতে থাকলাম।

তার অসুস্থতা আমায় পীড়া দিচ্ছিল, এদিকে চিকিৎসকরাও গোপনে আমার পিতাকে জানিয়ে দিয়েছিল হয়তো সে আর বেশি দিন বাঁচবে না। কিন্তু সে কীভাবে এটি জেনে গেল? নাকি সে নিজেই এর প্রত্যাশী।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে আমাকে বলল, 'তুমি কেন চিন্তা করছ? তুমি হয়তো ভাবছ আমি অসুস্থ দেখে এমনটি বলছি? কখনোই না, কখনো অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থদের চাইতে বেশি দিন বেঁচে থাকে।

فرب صحيح مات بغير علة *** ورب سقيم عاش حينا من الدهر

বহু সুস্থজন মৃত্যকে বরণ করেছে অসুস্থ না হয়েই, আবার অসুস্থজন বেঁচে থাকেন বহুকাল ধরে।

এই ধরো, তুমি আর কত দিন বেঁচে থাকবে? হয়তো ২০ বছর, হয়তো-বা এর চাইতে কিছু বেশি। এরপর কী হবে? তোমার পরিণতিও হবে আমার মতোই। সবার গন্তব্যই হবে এক। প্রত্যেককেই একদিন সে যাত্রা শুরু করতে হবে। অচিরেই আমরা সবাই পৃথিবী ছেড়ে যাব। হয়তো আমাদের যাত্রা হবে জান্নাতের দিকে অথবা সে যাত্রা হবে জাহান্নামের অভিমুখে।

মহান প্রভুর সেই বাণী কি তুমি অনুধাবন করেছ?

﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾

"তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই হবে সফল।"

তোমার সকাল শুভ হোক।'

এই পর্যন্ত বলেই সে দ্রুত চলে যায়। তখনো তার এ কথা আমার কানে বাজছিল, 'আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দান করুন, কখনো নামাজ ছেড়ে দিয়ো না'।

সকাল আটটা। দরজার তীব্র করাঘাতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়, বস্তুত এটি আমার ঘুম থেকে ওঠার সময় নয়। করুণ কান্না ও কোলাহলে আমার ঘুম ভেঙে যায়। কী হলো? সবাই আমাকে জানায় নুরার অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন।

আমি বলে উঠলাম, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এ বছর কোনো ভ্রমণ হবে না। দীর্ঘ অপেক্ষা করেও বছরের বাকি দিনগুলো আমাকে ঘরে কাটাতে হবে।

দুপুর একটায় হাসপাতাল থেকে বাবার ফোন এল : তোমরা এখন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারো, দ্রুত চলে এসো।

আমরা দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছলাম। এদিকে আমার মা তার জন্য প্রার্থনা করছিলেন, সে ছিল তার একান্ত অনুগত বিনয়ী কন্যা। আমরা হাসপাতালে প্রবেশ করে এক হতবিহ্বল দৃশ্য দেখতে পেলাম। কেউ ব্যথার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, কেউ-বা তীব্র ব্যথার চিৎকার করছিল। আবার কেউ-বা চরম অসুস্থ হয়ে মৃতবৎ পড়ে ছিল। জগতে অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত কেউই সুস্থতার মূল্য অনুধাবন করতে পারে না।

আমরা ওপরে উঠে এলাম, হানা তখন ছিল আইসিউতে। হাসপাতালের সেবিকা আমাদের জানায় তার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু একজনের বেশি প্রবেশ করা যাবে না। প্রথমে আমার মা প্রবেশ করেন এবং আমি সেই ছোট কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করতে থাকি। ছোট খিড়কি দিয়ে আমি দেখছিলাম, হানা একনাগাড়ে আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং আমার মা তার শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অশ্রুভেজা চোখ নিয়ে আমার মা বেরিয়ে আসেন।

এরপর আমি ভেতরে প্রবেশ করি। আমাকে অল্প সময় অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়। আমি সালাম দিয়ে সেখানে প্রবেশ করি।

: নুরা কেমন আছো? তুমি তো গতকাল বিকাল পর্যন্ত ভালোই ছিলে, হঠাৎ কী হয়েছে?

: আমার হাতের পাতা ধরে মৃদু কণ্ঠে সে উত্তর দিলো, আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি।

: আমিও বললাম, আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু তোমার হাত এত ঠান্ডা কেন?

আমি তার বিছানার পাশে বসলাম এবং আমার হাত তার পায়ের গোছা স্পর্শ করে। আমি হাত সরিয়ে নিই এবং বলি, দুঃখিত, যদি আমি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকি।

: না তা নয়, মূলত আমি মহান আল্লাহর বাণী নিয়ে ভাবছিলাম।

﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾

"এবং গোছা গোছার সাথে জড়িয়ে যাবে, সেদিন আপনার পালনকর্তার কাছে সবকিছু নীত হবে।"[৫৯]

সে আরও বলছিল, হানা, আমার জন্য দোয়া করবে। হয়তো আমি অচিরেই যাত্রা শুরু করব। শুরু হবে আমার আখেরাতের যাত্রার দিনগুলো।

---

৫৯. সূরা কিয়ামাহ ৭৫ : ২৯-৩০

سفري بعيد وزادي لن يبلغني *** وقوتي ضعفت والموت يطلبني.

ولي بقايا ذنوب لست أعلمها *** الله يعلمها في السر والعلن.

যাত্রা সুদীর্ঘ, কিন্তু আমার পাথেয় সে পর্যন্ত পৌঁছার নয়। আমার সামর্থ্য ফুরিয়ে আসছে আর মৃত্যু আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বহু পাপের বোঝা আমি কামিয়েছি, হয়তো আমিও তা জানি না; কিন্তু মহান আল্লাহ তো জানেন প্রকাশ্য ও গোপনে করা প্রতিটি কাজ।

তার কথা শুনে আমি কান্না করতে থাকি, আমি সংবিৎ পাচ্ছিলাম না আমি কোথায় আছি। এভাবে আমি কান্না করতেই থাকি। আমার পিতা নুরার চাইতে আমার ব্যাপারে বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। তারা কখনো আমাকে এভাবে কান্না করতে দেখেননি।

সেই ভয়ার্ত দিনের সূর্যাস্তের পর এক ভয়াবহ নীরবতা আমাদের আচ্ছন্ন করে। একে একে আত্মীয়-স্বজনেরা ঘরে প্রবেশ করতে থাকে। দুঃসংবাদ যেন একে একে সবাইকে জড়ো করতে থাকে। এদিকে শোরগোল বেড়ে যায়। সবার মুখে একটি কথা, 'নুরা মৃত্যুবরণ করেছে। নুরার মৃত্যু হয়েছে।'

আমি কারও আসা-যাওয়া অনুভব করছিলাম না। তাদের কথাবার্তায়ও আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। কোথায় আমি? কী হয়েছে আমার? শোকার্ত আমি যেন কান্নার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

আমি যেন সবকিছুই ভুলে গিয়েছিলাম। পরে অন্যদের কাছ থেকে আমি জানতে পারি, আমার বোনের শেষ বিদায়ের জন্য যখন আমার পিতা আমাকে হাতে ধরে নিয়েছিলেন, আমি তার মুখে চুম্বন করেছিলাম। আমি শুধু এটুকুই স্মরণ করতে পারছি, তাকে আমি শ্বেতশুভ্র বসনে মৃত অবস্থায় দেখছিলাম। যেন আমার কানে গুঞ্জন করে ফিরছিল তার সেই তিলাওয়াত :

﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾

"এবং গোছা গোছার সাথে জড়িয়ে যাবে, সেদিন আপনার পালনকর্তার কাছে সবকিছু নীত হবে।"[৬০]

---

৬০. সূরা কিয়ামাহ ৭৫ : ২৯-৩০

যেন তখন আমি এর বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারি, যেন আমি সেই বাস্তবতায় হারিয়ে যাই।

ঠিক সে রাতেই আমি তার ঘরে তার অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়নামাজে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি। ভাবছিলাম আমরা দুজন জমজ বোন মায়ের গর্ভে যারা দুজন একসাথে ছিলাম, কে তাকে আজ বিচ্ছিন্ন করেছে? আজ আমার দুঃখ-কষ্টে কে আমার সঙ্গ দেবে? কে আমার বিপদ-আপদ দূর করবে? সে-ই তো ছিল একমাত্র ব্যক্তি, যে আমাকে হেদায়াতের পথে আহ্বান করত। আমাকে মৃত্যুর বিভীষিকাময় পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে সে কত রাত তার অশ্রু ঝরিয়েছিল।

আজ কবরে তার প্রথম রাত্রি—আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন, তাকে ক্ষমা করুন, তার কবরকে আলোকিত করুন।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার কক্ষটি দেখছিলাম। এই তার সিজদার জায়গা। এই তার গোলাপি গাউন, যা দেখিয়ে সে আমাকে বলেছিল, এটি আমি আমার বিয়ের জন্য লুকিয়ে রাখব।

এভাবেই কয়েক দিন কান্নাকাটি করতে করতেই আমার সময় কেটে যায়, আমি কেঁদেই যাচ্ছিলাম। বারবার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, হে আল্লাহ, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আল্লাহর দরবারে তাওবা ও প্রার্থনাতেই আমার সময় কাটছিল। আল্লাহর দরবারে আমি আরও প্রার্থনা করছিলাম, যেন মহান আল্লাহ তাকে কবরে সেসব বিষয়ের মুখোমুখি করেন—যার জন্য সে প্রার্থনা করত।

হঠাৎ আমার মনে প্রশ্ন জাগে, কী হতো আজ যদি আমি মৃত্যুবরণ করতাম? প্রিয় বোন, নিজেকে প্রশ্ন করুন আজ যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন কী হবে আপনার পরিণতি?

আমি ভয় পাব বলে ভাবতেও চাচ্ছিলাম না। আরও তীব্র কান্না আমায় চেপে বসে।

ইতোমধ্যে চতুর্দিক থেকে ইথারে ভেসে আসে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এটি তো ফজরের আজান, কিন্তু অতীতে কখনো এতটা সুমিষ্ট

অনুভব হয়নি। প্রশান্তচিত্তে তন্ময় হয়ে যেন আমি আজ তা অবগাহন করছিলাম। গুনগুনিয়ে মুয়াজ্জিনের সাথে তার কথার পুনরাবৃত্তি করছিলাম। আজান শেষে আমি আমার চাদর জড়িয়ে ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যাই।

মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাওয়া ব্যক্তির ন্যায় একাগ্রচিত্তে ফজরের নামাজ আদায় করি, যেমনটি ইতঃপূর্বে আমার বোন আদায় করত। যেমনটি আমি তাকে আদায় করতে দেখেছিলাম তার জীবনের শেষ নামাজ। অতঃপর আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, 'আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমাকে নীড়ে ফেরা কাফেলার অন্তর্ভুক্ত করে নিন।'

হে বোন আমার, নিশ্চয়ই আপনি জাহান্নামকে নিজের বাসস্থান হিসেবে পছন্দ করবেন না। নিশ্চয়ই জাহান্নামের আগুনে নিশ্বাস নিতে চাইবেন না। আপনি কি প্রশান্তচিত্তে আপনার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশী নন? অথচ আপনি অবাধ্যতা করছেন আকাশ-জমিনের স্রষ্টার, যিনি চাইলে মুহূর্তেই আপনার আনন্দকে দুঃখে পরিবর্তন করে দিতে পারেন। মুহূর্তেই আপনার সুস্থতাকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন অসুস্থতায়, সৌভাগ্যকে বদলে দিতে পারেন দুর্ভাগ্যে। তখন কি আপনি কিছু করতে পারবেন? সে শক্তি প্রতিহত করার ক্ষমতা কি আপনার আছে?

প্রিয় বোন আমার, কিয়ামতের দিন আপনার সাথে আপনার পিতামাতা, বন্ধু-বান্ধব বা কোনো নিকটাত্মীয়ই অবস্থান করবে না। বিচার দিবসে আপনাকে দাঁড়াতে হবে নিঃসঙ্গ একাকী হয়ে। প্রতিটি মুহূর্ত নিজের পাপের বোঝা নিয়ে আতঙ্কিত সময় কাটাবেন।

নিজের ডান দিকে দেখতে পাবেন প্রশান্ত আরামদায়ক উদ্যান। আর বাম দিক? সেদিকে কী দেখবেন? জাহান্নাম ও জাহান্নামের ধোঁয়া বৈ আর কিছু না। কানে আসবে শুধু সাপের হিসহিস শব্দ ও হিংস্র প্রাণীদের হুংকার।

এখনো কি সময় হয়নি ভাবার? সময় হয়নি নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করার নীড়ে ফেরার কাফেলার সাথে?

এখনো সময় আছে, ফিরে আসুন। সুসংবাদ গ্রহণ করুন শান্তির, আনন্দের ও দয়াময় প্রভুর। সুসংবাদ গ্রহণ করুন ইহকালীন সম্মান ও পরকালীন সৌভাগ্যের।

অন্যথায় শুনে রাখুন পরিণাম, ভয় করুন সে কঠোর হুমকির :

﴿يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾

"হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম।"[৬১]

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً، يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً﴾

"পাপাচারী সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকালে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।"[৬২]

পাপীরা চিৎকার করে বলবে,

﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾

"তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত। হে আমাদের পালনকর্তা, এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো। আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব।"[৬৩]

---

৬১. সূরা আহজাব ৩৩ : ৬৬
৬২. সূরা ফুরকান ২৫ : ২৭-২৯
৬৩. সূরা মুমিনুন ২৩ : ১০৬-১০৭

সেদিন কেউ থাকবে না পক্ষে কথা বলার,

﴿كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾

"এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম—তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।"[৬৪]

বোন আমার, আপনি কি রোগ সম্পর্কে জানেন? বা তার প্রতিকার সম্পর্কে জানেন?

রবি বিন খাইছাম তার সহচরদের বলছিলেন, পাপ হলো অসুস্থতা, আর তার চিকিৎসা হলো ইসতিগফার। তাওবা ও অনুশোচনার মাধ্যমে হয় আরোগ্য লাভ।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করো—আন্তরিক তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ অপদস্থ করবেন না নবী ও তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে।"[৬৫]

﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"সেদিন আল্লাহ অপদস্থ করবেন না নবী ও তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে, হে

---

৬৪. সূরা বাকারা ২ : ১৬৭
৬৫. সূরা তাহরীম ৬৬ : ৮

আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নুরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।"[৬৬]

২

নীড়ে ফেরার গল্প

এক বোন বলেন,

'ইসলামকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করা সত্ত্বেও আমার জীবনযাপনে ধর্মের উপস্থিতি ছিল নিতান্তই সামান্য। সদা একধরনের দুশ্চিন্তা আমায় তাড়া করত। আমি শুধু ফজরের নামাজ আদায় করতাম। সারাক্ষণ আমার কেটে যেত শিল্পকেন্দ্রের বিভিন্ন ব্যস্ততায়। তবুও ধর্ম-সংক্রান্ত বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা সর্বদা আমায় তাড়া করে বেড়াত। আমার ক্যারিয়ারের তখন স্বর্ণযুগ চলছিল। ধীরে ধীরে আমি নামাজে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করি। বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আমি আমার এক বন্ধুর বাসায় অবস্থান করছিলাম। তীব্র কোলাহল ও গান-বাজনার মাঝেই একটি সুরেলা শব্দ যেন হঠাৎ আমাকে নাড়া দেয়। আমার কানে ভেসে আসছিল ফজরের আজান—আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর আহ্বান।

সেদিন থেকেই আমি এ ধরনের অনুষ্ঠান বর্জন করতে শুরু করি। কুরআনে কারিম তিলাওয়াতের চেষ্টা করি ও তাফসীরের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতে শুরু করি। খোলা জানালা দিয়ে বিস্তীর্ণ আকাশের দিগন্তে তাকিয়েই যেন আমি সত্যিকারের জীবনকে উপভোগ করতে শিখি। আমি আমার জীবনের হারিয়ে যাওয়া অমূল্য সম্পদের সন্ধান পেয়ে যাই। আমি পেয়ে যাই ঈমান। আমি পেয়ে যাই অস্থিরতার পরিবর্তে ঈমানের পরিতৃপ্তি।

জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, যখন আল্লাহর সাথে আত্মার বন্ধন তৈরি হয়—অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার পরিবর্তে তাতে বিরাজ করে পরিতৃপ্তি ও

---

৬৬. সূরা তাহরীম ৬৬ : ৮

স্বাচ্ছন্দ্য। চিত্রজগতের সাথে থেকে আমি সর্বদা মানসিক অস্থিরতায় ভুগতাম। সব সময় একধরনের দুশ্চিন্তা আমায় গ্রাস করে রাখত। আমার চতুর্দিকে ছিল নোংরামি ও মিথ্যার ছড়াছড়ি। সেখান থেকে মহান আল্লাহ আমাকে মুক্তি দান করেন। অন্ধকার জগৎ থেকে আমাকে নিয়ে আসেন আলোর জগতে। এখন আমি আমার জীবনে সর্বোত্তম ভালোবাসার উপলব্ধি করছি। আমি পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহকে ভালোবাসছি। এ ভালোবাসাকে উপভোগ করছি। আল্লাহর সাথেই হয় আমার কথাবার্তা। তাঁর সাথেই হয় আমার একান্ত আলাপ। তাঁর কাছেই হয় আমার প্রার্থনা।

আমার জীবনে এসেছিল সেই কথিত ভালোবাসার ছোঁয়াও। ঘুরে বেড়িয়েছি সেই রঙিন ভালোবাসার অলিগলিতে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, আল্লাহর ভালোবাসাকেই আমি পেয়েছি সর্বোত্তম ভালোবাসা হিসেবে।

বস্তুতই যে আল্লাহকে পেয়ে যায় সে যেন সবকিছুই পেয়ে গেল, আর যে আল্লাহকে হারায় সে যেন সবকিছুই হারাল।

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

“এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য।”[৬৭]

৬৭. সূরা হা-মিম সিজদাহ ৪১ : ৫৩

নীড়ে ফেরার গল্প

নারী-স্বাধীনতা, সভ্যতা ও স্মার্টনেসের নামে ইতঃপূর্বে আমি শ্বাপদের ন্যায় হিংস্র চোখের শোভাবর্ধনে নিজের রূপ-জৌলুস দেখিয়ে বেড়াতাম। আমার জীবনে ইসলামের ছোঁয়া ছিল নিতান্তই সামান্য। ইসলাম শব্দের শাব্দিক পরিচিতি ব্যতীত আমার সাথে তার কোনো পরিচয় ছিল না। কুরআনের মর্ম আমি অনুধাবন করতাম না। সম্পদ, পদমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাই ছিল জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অজানা এক ভয় তখন আমাকে তাড়িয়ে বেড়াত। অবচেতন মনেই যেন সদা কল্পনা করতাম, আমার পাপের শাস্তিস্বরূপ হয়তো আল্লাহ কখনো আমাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবেন। মাঝে মাঝে আমি নিজেকেই প্রশ্ন করতাম, কীভাবে আমি পরকালে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পাব?

বিয়ের পর আমরা ফ্রান্সে হানিমুনে যাই। সেখানের একটি বিখ্যাত গির্জায় প্রবেশ করতে চাইলে তারা আমাকে পুরো শরীর ঢেকে প্রবেশ করতে বাধ্য করে। তখনই আমি মনে মনে অনুধাবন করি, সুবহানাল্লাহ! তারা তাদের বিকৃত ধর্ম ও ধর্মীয় স্থানসমূহকে কত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে, অথচ আমরা আমাদের ধর্মকে সম্মান করি না।

একদিন আমি আমার বরকে বলি, আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে নামাজ আদায় করতে চাই। পরের দিন আমি লম্বা কুর্তা হিজাব নিয়ে প্যারিসের বড় মসজিদে প্রবেশ করি। নামাজ আদায় করে বের হয়ে যখন আমি হিজাব ও লম্বা কুর্তা খুলছিলাম, তখনই ফ্রান্সের একজন হিজাবী তরুণী আমার কাছে আসে। আমি হয়তো তাকে কখনোই ভুলতে পারব না। মৃদুভাবে সে আমার হাত স্পর্শ করে অতঃপর আমার কাঁধে হাত রাখে। মৃদু ভাষায় সে আমাকে বলছিল, 'কেন তুমি হিজাব খুলছ? তুমি কি জানো না, এটি আল্লাহর আদেশ?'

আমি অবচেতন মনেই তার কথা শুনছিলাম। আমি বারবার মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তার ভদ্রতাপূর্ণ মার্জিত কথাবার্তা আমাকে মনযোগী হয়ে থাকতে বাধ্য করে।

: তুমি কি এ কথায় বিশ্বাস করো, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো প্রভু নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল?

: হ্যাঁ, আমি এতে বিশ্বাস করি।

: তুমি কি এই কালিমার অর্থ জানো? এটি শুধু কয়েকটি শব্দ নয়, যা শুধু মুখেই উচ্চারণ করতে হয়; বরং মানসিকভাবে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয় এবং সে বিশ্বাসের জানান দিতে তা কাজে পরিণত করতে হয়।

ফ্রান্সের সেই তরুণী আমাকে সেদিন দিয়েছিল জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান পাঠ। তার কথায় কেঁপে গিয়েছিল আমার অন্তরাত্মা। চলে যেতে যেতে সে বলছিল, 'হে আমার বোন, ধর্মকে সহযোগিতা করো সাহায্য করো। আর এ ধর্মের সহযোগিতা শুধুই আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধসমূহ থেকে নিবৃত্ত থাকার মাধ্যমেই সম্ভব।'

তার সব কথা শুনে আমি মাথাবোঝাই চিন্তা নিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছিলাম।

রাতে আমার বর আমাকে একটি ক্লাবে নিয়ে যায় যেখানে নারী-পুরুষ অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে সম্মিলিতভাবে নাচানাচি করছিল। তাদের আচরণ ছিল পশুসুলভ; বরং পশুদের চাইতেও জঘন্য। আমি যেন নিজেকে ক্রমশ অন্ধকারে ডুবে যেতে দেখছিলাম। তাৎক্ষণিক আমি সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মনস্থ করি। ব্যাকুল হয়ে যাই নিজ শহরে ফিরে যেতে। আর সেখান থেকেই শুরু হয় আমার নীড়ে ফেরার সফরের।

ইতঃপূর্বে আমি কোনো কাজেই পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও তৃপ্তি পেতাম না। কিন্তু সে তৃপ্তি পেয়েছি আমি নামাজে, কুরআন তিলাওয়াতে এবং অন্ধকার জগতের কর্মকাণ্ডের পরিত্যাগে। আমার বর এমনকি আমার আশেপাশের সকলেই আমাকে তিরস্কার করত। তারা চাইত, যেন আমি ফিরে যাই সেই পুরাতন অন্ধকার জগতে। কিন্তু আমি আল্লাহর সান্নিধ্যপূর্ণ জীবনের যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম তা থেকে অন্ধকার যুগে আর ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ আমার দোয়া ও কান্নাকাটির বদৌলতে আমার স্বামীকেও হেদায়াত দান করেন।

৪

নীড়ে ফেরার গল্প

আমার বান্ধবী আগেই ফিল্মজগৎ ছেড়েছিল। তখনো আমি এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। হঠাৎ একদিন আমি কুরআনে কারিম হাতে নিই। পৃষ্ঠা উল্টাতেই প্রথম আমার দৃষ্টি যে আয়াতের ওপর নিবদ্ধ হয় তা ছিল :

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ﴾

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো ও নির্দেশ মান্য করো রাসূলের।"

অতঃপর আমি কুরআনে কারিম বন্ধ করি। দ্বিতীয়বার খুলতেই আমার সামনে আসে :

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾

"(মুসা বললেন) হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।"[৬৮]

তৃতীয়বার কুরআনে কারিম খুলতেই যে আয়াতের ওপর আমার দৃষ্টি পড়ে তা যেন আমাকে গভীর থেকে চিৎকার করতে বাধ্য করে।

সেখানে লেখা ছিল রাব্বুল আলামিনের এই বাণী :

---

৬৮. সূরা ত্বহা ২০ : ২৫-২৮

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ﴾

"এবং এ কারণে যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী—এতে সন্দেহ নেই; এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।"[৬৯]

আমি একটি সাদা হিজাব বের করে নিজেকে আবৃত করি। অতঃপর আমি নিজেকে আয়নায় দেখে অনুভব করছিলাম যেন এক পুণ্যময় শুভ্রতা আমাকে ঘিরে রেখেছে। তখনই আমি অনুভব করছিলাম যেন আমি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করছি। যেন আমি আল্লাহর নিকটবর্তী আল্লাহও আমার নিকটবর্তী।

আমি ফোন করে আমার বান্ধবীকে এ সম্পর্কে অবগত করি এবং এ পথে দৃঢ়তার জন্য তার কাছে দোয়া চাই। তখন থেকেই আমার জীবনে পরিবর্তন আসে এবং আমি যুক্ত হয়ে যাই নীড়ে ফেরা কাফেলার সাথে।

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾

"আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে—বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে।"[৭০]

আমি আমার বান্দাদের অতি নিকটবর্তী। আমি তাদের প্রার্থনা শুনি, তাদের ডাকে সাড়া দিই, তাদের দান করি এবং তাদের রিযিক প্রদান করি।

আমি তাদের আরও নিকটবর্তী। তাদের পিপাসিতদের তৃষ্ণা নিবারণ করি, বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করি। তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি।

তিনি নিশ্চয়ই নিকটবর্তী। তাঁর দয়া অফুরন্ত। সদাসর্বদা বিরাজমান। সবার জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত।

বস্তুতই তিনি নিকটবর্তী।

---

৬৯. সূরা হজ ২২ : ৭
৭০. সূরা বাকারা ২ : ১৮৬

সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। মরুভূমির দিকহারা পথচারীও তাঁর দরবারে হাত তুলে। ইবাদতে নিবিষ্ট বান্দা যেমন তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, কারাগারে বন্দী পাপীও তাঁর দরবারে হাত তুলে।

তিনি নিকটবর্তী।

তিনি মুহূর্তেই দান করেন। মুহূর্তেই সাহায্য প্রেরণ করেন। অসহায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সাহায্য করেন।

তিনি নিকটবর্তী।

অত্যন্ত দানশীল মর্যাদাবান।

তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, কোনো সাহায্যকারী নেই।

তিনি তাঁর বান্দাদের অত্যন্ত নিকটবর্তী।

তিনি নিকটবর্তী।

তিনি পাপে নিমজ্জিত বান্দাদের তাওবার প্রতি আহ্বান করেন। ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের জন্য নিজের দ্বার অবারিত রাখেন।

হে ভগিনী, তুমি কি যুবক-যুবতীর মোবাইল ফোনের কথোপকথন, খুনসুটি ও গল্পগুজব শুনেছ। হ্যাঁ, আমি তরুণ-তরুণীদের মোবাইলের গল্পগুজবের কথাই বলছি। কথার গুঞ্জন, হাসির ফোয়ারা ও রাত্রিকালীন অনুভূতির আদানপ্রদান। ধীরে ধীরে ভালোবাসা ও প্রেমের লেনদেনের গল্প। মিছে মিছে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ও শেষ পর্যন্ত লজ্জাজনক পরিণতির উপাখ্যান।

এক তরুণী এভাবেই নিজের জীবনের গল্প বলছিল,

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের ছেলেটির সাথে প্রথমে আমার ফোনে কথা হয়। সে আমাকে অত্যন্ত কোমলভাবে সম্বোধন করে। আমি তার কথায় মজে যাই। প্রথম দিকে আমি তার সাথে কথা বলতে শঙ্কাবোধ করতাম। শয়তানের প্ররোচনায় ধীরে ধীরে কথার মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে। একপর্যায়ে আমি

তার ফোনের অপেক্ষা করতে থাকি। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক কথার মাত্রা বাড়তে থাকে, অতঃপর তা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে প্রেম-ভালোবাসার দিকে। আদান-প্রদান হতে থাকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও কাল্পনিক স্বপ্নের। একদিন এক সন্ধ্যায় সে আমাকে তার সাথে দেখা করতে যেতে বলে। সে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলছিল, শীঘ্রই আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি। আমরা দুজনেই বিয়ে করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছি। আসো সাক্ষাৎ করি, একে অপরকে দেখি। আমি দৃঢ়তার সাথে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি, কিন্তু সে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। সে বলছিল, এটি আমাদের বিয়ের কাজ সুগম করবে। আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাই। আমি কি আমার লাজলজ্জা বিসর্জন দেবো? আমি কি আমার নারীসুলভ স্বভাব থেকে বেরিয়ে আসব?

যখনই তার সাথে আমার কথা হতো, সে আমাকে বাসা থেকে বের হতে বলত। তার সাথে দেখা করার প্রস্তাব দিত। প্রতিবারই আমি বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যেতাম। তখন আমি অত্যন্ত দ্বিধাপূর্ণ সময় পার করছিলাম। আমার মধ্যে ভয় কাজ করছিল আমার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের। আমি ভয় পেতাম সামাজিক মর্যাদার। সবচাইতে বেশি আমার মধ্যে ভয় কাজ করত মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের।

অতঃপর আমি আমার মাদরাসার একজন শিক্ষিকার কাছে সব খুলে বলি। তখন আমি অঝোরে কান্না করছিলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে বলেন, তোমার কোনো দোষ নেই। তিনি আমাকে প্রবোধ দিলেন এবং বললেন, এখনো পুরো ব্যাপারটিই তোমার হাতে আছে। এ ধরনের মানুষদের থেকে দূরে থাকবে। সমাজে এ ধরনের বহু মানুষ আছে যারা তোমার মর্যাদা ও সম্মান ছিনিয়ে নিয়ে লাঞ্ছনা ও লজ্জার গহ্বরে ঠেলে দেবে। যারা তোমার পরকালকে ধ্বংস করবে। চিন্তা করো, যদি তুমি তার সাথে বারবার দেখা করো পরিণতি কী হবে? এদের সরলতায় ধোঁকায় পড়ে যেয়ো না। যদিও সে তোমার সাথে নরমভাবে কথা বলছে, এরা ভেড়ার ছদ্মবেশে নেকড়ে। এরা মনস্কামনায় পরিপূর্ণ শয়তানের প্রতিষ্ঠিত ভ্রষ্টতার পথের পথিক। একজন যুবতীর কিবা মূল্য থাকে যদি তার মর্যাদা ও লজ্জা ভূলুণ্ঠিত হয়? চিন্তা করো, কী পরিণতি হবে যদি তোমার পরিবার তা জানতে পারে?

কত যুবতী নারীর কারণে তার পিতা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়, জীবন যায় তার ভাইয়ের। কত যুবতী বিকারগ্রস্ত জীবনযাপন করে। নিজেকে নিজে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দেয়া ছাড়া তার আর কীই-বা করার থাকে।

এসবের পেছনে কারণ কী? নিশ্চয়ই একটি মোবাইল ফোন।

তখনো আমি কান্না করছিলাম। আমি বলছিলাম, হে আমার শিক্ষিকা, কেবলই আপনি আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। আপনি আমাকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন। আল্লাহর দরবারে হাত তুলে সে তরুণী বলছিল, হে আমার প্রভু, আপনার দয়া চাই, অনুগ্রহ চাই। আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। হে আমার প্রভু, আমার তাওবা কবুল করুন। আমার অন্যায় ও পাপ মার্জনা করুন। আমাকে নীড়ে ফেরা কাফেলার অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

হে প্রিয় ভগিনী, বোকামি কোরো না।

শোনো এক যুবকের কথা। এক যুবক বিভিন্ন মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখত। একদিন সে তার বন্ধুকে বলছিল, তোমার পরিচিতজনদের মধ্যে ভালো মেয়ে খুঁজে দাও। তার বন্ধু বলছিল, তোমার এতদিনের পরিচিত মেয়েরা কোথায়? উত্তরে সে বলল, তারা বিয়ের উপযুক্ত ভালো মেয়ে। যে আমার সাথে একবার বাইরে সময় কাটায় সে অন্যদের সাথেও বাইরে সময় কাটাতে পারে।

হে ভগিনী, এমন ছেলেদের খেলার বস্তুতে পরিণত হোয়ো না। নিজের মূল্য বুঝতে শিখো। নিজের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাও। ফিরে আসো। এখনো সময় আছে নিজেকে নীড়ে ফেরা কাফেলার অন্তর্ভুক্ত করার।

বিশুদ্ধ তাওবা কী?

হযরত ওমর রা. বলেন, খালিস তাওবা হলো, কোনো ব্যক্তি অপরাধ করবে অতঃপর তা থেকে তাওবা করবে এবং কখনো তার পুনরাবৃত্তি করবে না।

হযরত হাসান বসরী রহ. তাওবায়ে নাসুহার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, অতীতের অন্যায় সম্পর্কে লজ্জিত হওয়া, ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর সংকল্পবদ্ধ হওয়া। তিনি আরও বলেন, খালিস তাওবা হলো, মনে মনে লজ্জিত হওয়া, আল্লাহর দরবারে মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও পাপের কাজসমূহ ছেড়ে দেয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর মনস্থির করা।

ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ রহ. বলেন, দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষকে তাওবা থেকে বাধাগ্রস্ত করে রাখে। আর সত্যিকারের তাওবাকারীর নিদর্শন—চোখে অশ্রু ঝরা, একাকী আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আত্মযাচাই করা।

মুহাম্মাদ আল ওয়াররাক রহ. বলেন, তুমি আল্লাহর দরবারে তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো মৃত্যুর পূর্বে, জিহ্বা আড়ষ্ট হওয়ার আগেই। হৃদয়ে মরিচা পড়ার আগেই তাওবায় প্রবৃত্ত হও। অনুগত মুমিন বান্দার জন্য এই সুবর্ণ সুযোগ।

নিঃসন্দেহে প্রতিটি আদমসন্তান অপরাধে লিপ্ত হয়। আমাদের মধ্যে কে আছে, যে জীবনে কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হয়নি? যার আমলনামায় শুধুই পুণ্যের ভান্ডার। প্রতিটি আদমসন্তানই অপরাধের শিকার হন, আর অপরাধীদের মধ্যে সর্বোত্তম—যারা আল্লাহর দরবারে তাওবা করেন।

কিন্তু, পাপের পথে অবিচল থাকাই কঠিন পাপ।

কল্পনা করুন সে দয়াময় দয়ালুকে, যিনি সবাইকে আহ্বান করছেন তাঁর অনুগ্রহ ও জান্নাতের প্রতি।

﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ

لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও—যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিনসম। যা তৈরি করা হয়েছে পরহেজগারদের জন্য। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণশীলদের ভালোবাসেন।"[৭১]

কিন্তু সবাই কি পাপ মুক্ত? না, না; মোটেও না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

"তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজেদের ওপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না ও জেনেশুনে তা করতে থাকে না।"[৭২]

নিঃসন্দেহে পাপের পথে অবিচল থাকাই সত্যিকারের দুর্ভাগ্য। কিন্তু যখন কোনো মুমিন নর বা নারী পাপের শিকার হয় কিন্তু তারা পাপের পথে অবিচল থাকেন না, তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، هَـذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾

৭১. সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৩৩-১৩৪
৭২. সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৩৫

"তাদের জন্যই প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ—যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতই-না উত্তম প্রতিদান। তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো ও দেখো—যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কী হয়েছে। এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী।"[৭৩]

নিঃসন্দেহে জাগ্রত অন্তর ও নফসে লাওয়ামা মানুষকে বাধা দেয় যখন সে পাপে লিপ্ত হয়। আর তাই পাপের পথে অবিচল থাকাও আরেকটি পাপ। অপরাধের পথ থেকে ফিরে না আসা—তার ওপর সন্তুষ্টি ও তাতে প্রশান্তিবোধের চিহ্ন বহন করে। যার পরিণতি ধ্বংস। এর চাইতেও বড় জঘন্য অপরাধ, প্রকাশ্যে পাপের কাজে লিপ্ত হওয়া। যে ব্যক্তি এ কথার বিশ্বাস পোষণ করে, আরশে আজিম থেকে তার স্রষ্টা তাকে প্রত্যক্ষ করছেন তবুও সে প্রকাশ্যে অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, 'আমার সকল উম্মতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত।'[৭৪]

কে সেই তাওবাকারিণী? কারা হবে সেই নীড়ে ফেরা কাফেলার অভিযাত্রী?

তাওবাকারিণী ওরা, যারা ভগ্নহৃদয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে নিঃসঙ্গভাবে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করবে।

নীড়ে ফেরা কাফেলার অভিযাত্রী তারা, যারা সত্যিকারের অনুভূতি নিয়ে একান্তকরণে আল্লাহর দরবারে নিজেদের পাপের স্বীকারোক্তি দেবে।

নীড়ে ফেরার পথিক তারা, যারা দাম্ভিকতা থেকে মুক্ত হয়ে বিনয়াবনত অবস্থায় প্রভুর দরবারে লুটিয়ে পড়বে।

নীড়ে ফেরার পথিক সদা আশা ও ভয়, ধ্বংস ও মুক্তির দোলাচলে দুলবে।

---

৭৩. সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৩৬-১৩৮
৭৪. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬০৬৯

নীড়ে ফেরার পথিক দগ্ধ হৃদয়জ্বালা নিয়ে আল্লাহর ভালোবাসায় সাড়া দেবে—করুণ বদনে, অশ্রুসিক্ত নয়নে।

নীড়ে ফেরার পথিকদের জন্য প্রতিটি মুহূর্তেই থাকবে শিক্ষা। কবুতরের গুঞ্জনে তারা কান্না করবে, পাখির শব্দে তারা প্রভুর নামে চিৎকার করবে, বুলবুলের সংগীতে তারা প্রভুকে স্মরণ করবে, বিজলি চমকে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।

নীড়ে ফেরার পথিকেরা ইবাদতে পাবে মিষ্টতা, ইবাদতে পাবে তারা প্রশান্তি। ঈমানে তারা পাবে শান্তি, আল্লাহমুখী হওয়ায় পাবে প্রশান্তি।

নীড়ে ফেরার পথিকদের অশ্রুতে থাকবে পাপের স্মরণ, কান্নায় লিপিবদ্ধ হবে তাদের আবেদন।

নীড়ে ফেরার পথিকেরা সেই মায়ের মতো, যিনি শত্রুর হাত থেকে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নেন। এমন ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়, যিনি ঘূর্ণাবর্ত থেকে প্রশান্তচিত্তে নিরাপদে কূলে ফিরে আসেন।

নীড়ে ফেরার পথিকেরা নিজেকে মুক্ত রাখবে মনস্কামনা থেকে। অপরাধের পঙ্কিলতা থেকে নিজেদের রাখবে পরিচ্ছন্ন। মন্দ স্বভাব থেকে নিজেদের রাখবে মুক্ত। পাপের উপত্যকা থেকে বহু ক্রোশ দূরে থাকবে।

তাওবা কী?

'তাওবা' এর অর্থ প্রত্যাবর্তন বা ফিরে আসা।

তাওবা আল্লাহর দরবারে অনুযোগ করে অপরাধ থেকে ফিরে আসা।

অপরাধীর আচরণ ও প্রতিক্রিয়া সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে।

১. অপরাধী অপরাধ করে কখনো বলে আমি এটি করিনি।

২. অপরাধী অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পর তার একটি যৌক্তিক কারণ দর্শানোর চেষ্টা করে বলে, আমি এটি এজন্য করেছি।

৩. আবার একধরনের অপরাধী আছে যারা বলে, আমি এটি করেছি এবং ভুল করেছি। আমি এর জন্য অনুতপ্ত ও তা থেকে প্রত্যাবর্তন করছি।

অপরাধীর প্রতিক্রিয়া এ তিন ধরনেরই হতে পারে। তন্মধ্যে শেষোক্তটির নামই তাওবা।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৭৫]

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন :

﴿وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"যারা পাপ থেকে তাওবা করে না, তারাই জালেম।"[৭৬]

প্রিয় বোন, মহান আল্লাহ মানুষদের দুটি ভাগে বণ্টন করেন—তাওবাকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী। যারা তাওবাকারী নয়, মহান আল্লাহ তাদেরই জালিম তথা সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে অভিহিত করেন। নিঃসন্দেহে ওই ব্যক্তির চাইতে বেশি অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী কে হবে, যে তার প্রভুকে ভুলে থাকে। তাঁর অধিকার ভুলে অন্যায় ও অপরাধে প্রবৃত্ত হয়।

রাসূলে কারিম ﷺ ইরশাদ করেন, 'হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করো, নিঃসন্দেহে আমি প্রতিদিন আল্লাহর দরবারে ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করি।'[৭৭]

যাঁর ভূত-ভবিষ্যতের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তিনি প্রতিদিন আল্লাহর দরবারে ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন! অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে ১০০ বারেরও অধিক।

---

৭৫. সূরা নূর ২৪ : ৩১
৭৬. সূরা হুজুরাত ৪৯ : ১১
৭৭. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৭০২

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে কারিম ﷺ কে এক বৈঠকে শতাধিক বারের বেশি তাওবা করতে দেখেছেন। তিনি প্রার্থনা করতেন, 'হে আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন—নিঃসন্দেহে আপনি তাওবা গ্রহণকারী, ক্ষমাশীল।'

সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রতিটি নামাজের পরেই রাসূল ﷺ বলতেন,

سبحانك اللّٰهُمَّ ربنا وبحمدك اللّٰهُمَّ اغفر لي

'হে আমার রব, পবিত্রতা বর্ণনা করছি আপনার ও প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন।'

নিঃসন্দেহে তাওবা, আল্লাহ অভিমুখী হওয়া। পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্তদের পথ এড়িয়ে যাওয়া। পাপের অনুভূতি ও স্বীকারোক্তি ব্যতীত তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাওবায় আরও থাকতে হবে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে পাপের পরিণতি থেকে মুক্তি পাওয়ার আকুতি।

আমরা তাওবা করতে পারি, সাইয়্যিদুল ইসতিগফারে বর্ণিত রাসূল ﷺ র ভাষায় :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

অর্থ : 'হে আল্লাহ, তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমতো তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার ওপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা, তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই।'

তাওবার শর্ত ৩টি :

১. নিজের অপরাধের জন্য লজ্জিত হওয়া। এটি ব্যতীত তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। যে ব্যক্তি মন্দ কাজের জন্য অনুতপ্ত হলো না, সে যেন এতে সন্তুষ্ট ও ভবিষ্যতে এর ওপর অবিচল থাকার ঘোষণা দিলো। রাসূলে কারিম ﷺ ইরশাদ করেন, 'অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা।'[৭৮]

২. পাপ থেকে মুক্ত হওয়া। তাই বোন আমার, পাপ থেকে মুক্ত না হয়ে করা তাওবা গ্রহণযোগ্যই হবে না।

৩. ভবিষ্যতে পাপে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা ব্যতীত তাওবা পূর্ণাঙ্গতা পাবে না। আর ভবিষ্যতে না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াই তাওবার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

প্রিয় বোন, আল্লাহর দরবারে অপরাধের ব্যাপারে অনুযোগ করা হবে তাওবার পরিপূরক। যেখানে আল্লাহর দরবারে বিনয়ীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করা হবে, নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরা হবে। যেখানে একান্তকরণে আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করা হবে, হে আমার প্রভু, আমি অজ্ঞতাবসে আপনার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছিলাম। আপনার অধিকার তুচ্ছ করে নয়, আপনার অবগতিকে ভুলে গিয়ে নয়, আপনার নিষেধাজ্ঞাকে লঙ্ঘন করে নয়; এটি হয়েছে শুধুই শয়তান ও মনস্কামনার প্ররোচনায়। এবার আমি ভরসা করছি আপনার অনুগ্রহ, ক্ষমা ও আপনার অসীম দয়ার ওপর।

বিশুদ্ধ তাওবার চিহ্ন

সত্যিকারের তাওবার রয়েছে বেশ কিছু চিহ্ন।

প্রথমত, তাওবার পর তাওবাকারীর অবস্থা পূর্বের চাইতে উন্নত হবে।

দ্বিতীয়ত, অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। একমুহূর্তের জন্যও সে নিজেকে পাপের সংলিপ্ততা থেকে নিরাপত্তা বোধ করবে না। মৃত্যুকালে রহমতের ফেরেশতাদের আশ্বাসবাণী শোনা পর্যন্ত সেই ভীতি সদা তার মধ্যে বিরাজমান থাকবে।

---

৭৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৪২৫২

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ اَوْلِيَؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾﴾

"নিশ্চয় যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে। তাদের কাছে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় পেয়ো না চিন্তা কোরো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোনো। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবি করো। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।"[৭৯]

আর তখনই দূর হবে তার সকল ভীতি ও শঙ্কা।

সত্যিকারে তাওবার আরেকটি চিহ্ন—অনুশোচনা, লজ্জা ও শঙ্কা। আর তা হবে অপরাধের পরিমাণের আনুপাতিক হারে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে নিজের অপরাধের জন্য লজ্জিত বা শঙ্কিত হবে না, সে পরকালে এর পরিণতি ভুগবে। যখন সকল বাস্তবতা উন্মোচিত হবে, আল্লাহর অনুগত বান্দারা সাওয়াবের দেখা পাবেন আর অপরাধীরা দেখবে তাদের শাস্তি। নিঃসন্দেহে পাপের অনুশোচনা হতেই হবে—হয়তো ইহকালে নয়তো পরকালে।

ওমর বিন যর রহ. বলেন, তাওবাকারী ব্যক্তির পাপের অনুশোচনা ভিন্ন কোনো অনুশোচনাই স্থায়ী নয়।

সত্যিকারের তাওবার আরেকটি নিদর্শন, হৃদয়ের ভগ্নদশা—যা তাকে মহান প্রভুর সামনে বিনয়াবনত অবস্থায় প্রতিস্থাপন করবে। মানবাত্মার এই ভগ্নদশার চাইতে কোনো বিষয়ই আল্লাহর কাছে আর বেশি প্রিয় নয়। বিনয়-নম্রভাবে আল্লাহর দরবারে নিজেকে সমর্পিত করাই আল্লাহ সবচাইতে বেশি পছন্দ করেন।

---

৭৯. সূরা হা-মিম সিজদাহ ৪১ : ৩০-৩২

উম্মাহর এক কন্যা আল্লাহর দরবারে কতই-না চমৎকার বলেছিলেন,

'হে আল্লাহ, আমি আপনার সম্মানের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি। আমি তো লাঞ্ছিত হতাম, যদি আপনার দয়া আমাকে আচ্ছন্ন না করত।

আমি আমার দুর্বলতার বিপরীতে আপনার শক্তি-সামর্থ্যের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি।

আমার দরিদ্রতা ও অক্ষমতার বিপরীতে আপনার সামর্থ্যের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি।

আমার এই মিথ্যাবাদী ও অপরাধী সত্তা আজ আপনার দরবারে সমর্পিত।

আমি ভিন্ন আপনার রয়েছে বহু দাসী, কিন্তু আপনি ব্যতীত আমার নেই কোনো প্রভু। আপনি ব্যতীত নেই আমার কোনো আশ্রয় ও মুক্তি।

আমি অসহায়-দরিদ্র হয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, বিনয়-নম্র হয়ে আপনার দরবারে কান্নাকাটি করছি। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আপনার কাছে আকুতি করছি। আপনার দাসী হিসেবে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনার দরবারে অশ্রুবর্ষণ করছি, আপনার সামনে নিজেকে সমর্পিত করছি।'

এ ধরনের আরও বহু নিদর্শন ও চিহ্ন রয়েছে যা তাওবার গ্রহণযোগ্য হওয়ার পরিচয় বহন করে। যার অন্তরে তাওবার এ সকল নিদর্শন পাওয়া যায় না, সে যেন তাওবার ব্যাপারে আশ্বস্ত না হয় এবং পুনরায় নিজের হিসাব নিতে থাকে।

আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করা কতই-না সহজ, কিন্তু বাস্তবতার অনুসন্ধানীগণের চোখে সত্যিকারের তাওবা অত্যন্ত বিরল।

শাকিক বলখী রহ. বলেন, অতীতের গুনাহের জন্য কান্নাকাটি করা, পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হবার ব্যাপারে সন্ত্রস্ত থাকা, মন্দ সহচরদের সঙ্গ ত্যাগ করা ও সৎসঙ্গ অবলম্বন করা—সত্যিকারের তাওবার নিদর্শন।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং অন্তর্ভুক্ত করুন পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে। যাদের থাকবে না পরকালে কোনো চিন্তা ও দুঃখ।

আসুন, পাপের মার্জনাকারী তাওবা গ্রহণকারী মহাপ্রভুর বাণী শোনা যাক :

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴿٥٣﴾ وَ اَنِيْبُوْۤا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَ اتَّبِعُوْۤا اَحْسَنَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَ اِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَ اسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾ وَ يُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦١﴾

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও—তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ করো—তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে। কেউ যাতে তখন না বলে, হায় হায়! আল্লাহ সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা না বলে, আল্লাহ যদি আমাকে পথ প্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি পরহেজগারদের একজন হতাম। অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় না

বলে, যদি কোনোরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব। হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল—অতঃপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলে। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকবে, আল্লাহ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দেবেন; তাদের অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।”[৮০]

একটু চিন্তা করুন, তিনি কাদের আহ্বান করছেন? কত আন্তরিকভাবে সম্বোধন করছেন?

তিনি আহ্বান করছেন এমন ব্যক্তিদের—যারা তাঁকে ভুলে গিয়েছে, যারা তাঁর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে; তবুও তিনি তাদের জন্য খুলে রেখেছেন অনুগ্রহ ও দয়ার দ্বার। তাদের নিরাশ করছেন না তাঁর অনুগ্রহ থেকে।

হে আল্লাহর প্রিয় দাসীগণ। যারা প্রতিমুহূর্তে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে সিক্ত হচ্ছেন। যিনি আপনাদের দান করেছেন সুস্থতার অনুগ্রহ, সুযোগ দিয়েছেন পরকালের পাথেয় তৈরির। দিয়েছেন সঠিক পথের সন্ধান, সুযোগ দিয়েছেন পাথেয় তৈরির। সুযোগ দিয়েছেন শয়তানের মোকাবেলায় নিজেকে প্রস্তুত করার। তজ্জন্যে আপনাকে দান করেছেন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও কল্পনাশক্তি। দিয়েছেন ভালো-মন্দের পরিচয়, কল্যাণ-অকল্যাণের জ্ঞান। আপনার কাছে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রিয় রাসূলদের। স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব, দিয়েছেন বোঝার ক্ষমতা ও কর্মশক্তি।

আপনাকে সহযোগিতা করছেন তাঁর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে, যারা আপনাকে ধর্মের ওপর অবিচল রাখে। আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আপনাকে সহযোগিতা করে এবং তাদের বিতাড়িত করে। তারা সদা আপনার সহযোগিতা করে, যেন আপনি কোনোভাবেই শয়তানের প্রতি ধাবিত না হন। যেন আল্লাহর শত্রুদের সাথে মিত্রতা না করেন। তারা আপনার হয়ে লড়ছে, অথচ আপনি তাদের বিরোধিতা করছেন।

---

৮০. সূরা যুমার ৩৯ : ৫৩-৬১

﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾

"অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। অত্যাচারীদের জন্য এটি নিকৃষ্ট বিকল্প।"[৮১]

হে আল্লাহর প্রিয় দাসীগণ। মহান আল্লাহ তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আদেশ প্রদান করেছেন তাঁর নিজের প্রয়োজনে নয়; বরং আপনার যেন তাঁর অনুগ্রহে অবগাহন করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। অথচ আপনি আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে তাঁর ক্রোধ উদ্রেককারী কাজে অগ্রগামী হওয়াকেই নিজের ভূষণে পরিণত করছেন। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহগুলোর স্মরণে আল্লাহর জিকিরের আদেশ প্রদান করেছেন; অথচ আপনি কত সহজেই তাঁকে ভুলে যাচ্ছেন, তাঁর আদেশসমূহের লঙ্ঘন করছেন। আপনার প্রতি অনুগ্রহকারীর অভিযোগ করছেন এমন ব্যক্তিদের কাছে যারা আপনার কোনো কাজে আসে না। যে সত্তা কখনো আপনার ওপর অন্যায় করে না, তাঁর ব্যাপারে আপনি অবিচারের অভিযোগ তুলছেন। সাহায্য প্রার্থনা করছেন নিজের শত্রুদের কাছে—তাদের কাছে যারা আপনার ওপর অবিচার করছে। যিনি আপনাকে সুস্থতা, সামর্থ্য ও অর্থ-সম্পদের নিয়ামত দান করেছেন—তাঁর নিয়ামত ভোগ করেই আপনি তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হচ্ছেন।

দয়াময় করুণার আধার আপনাকে আহ্বান করছেন তাঁর দ্বারে; অথচ আপনি সেদিকে যাচ্ছেন না, তাঁর দরজায় করাঘাত করছেন না। তিনি তাঁর দ্বার অবারিত করে রেখেছেন আপনার জন্য—আপনি তাতে সাড়া দেননি, সেখানে প্রবেশ করেননি। অতঃপর তিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূলদের, যাঁরা আপনাকে সেই সম্মানিত মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের প্রতি আহ্বান করেন। আপনি তাতেও অবাধ্যতা করেছেন রাসূলগণের। অবহেলাভরে তাদের উত্তর দিয়েছেন, শোনা প্রতিশ্রুতির ভরসায় আমি চাক্ষুষ বিনোদন ছেড়ে দিতে পারি না।

এত কিছুর পরও দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ আপনাকে নিরাশ করছেন না তাঁর অনুগ্রহ থেকে। তিনি ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, "তুমি যখনই আমার কাছে

---

৮১. সূরা কাহাফ ১৮ : ৫০

আসবে আমি তোমাকে সাদরে গ্রহণ করব। যদি তুমি রাতে আসো রাতে গ্রহণ করব, আর যদি দিনে আসো দিনেই তোমাকে গ্রহণ করব। তুমি যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসো আমি তোমার দিকে এক হাত এগিয়ে যাব। তুমি যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসো আমি তোমার দিকে এক বাহু এগিয়ে যাব। তুমি যদি হেঁটে হেঁটে আমার অভিমুখী হও আমি তোমার দিকে দৌড়ে যাব। যদি তুমি পৃথিবীসম পাপ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করো আর আমার সাথে কাউকে শরিক না করো, আমি পৃথিবীসম পাপেরও মার্জনা দেবো।

যদি তোমার পাপের বোঝা আকাশের মেঘমালাকেও ছুঁয়ে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো—আমি তোমার পাপরাশি মার্জনা করে দেবো। আমি মোটেও তোয়াক্কা করব না পাপরাশির আধিক্যের। আমার চাইতে অধিক দরদি অতি দয়ালু আর কে আছে?

নিশ্চয়ই মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ের সমস্যা অত্যন্ত জটিল। আমি তাদের সৃষ্টি করি, অথচ তারা অন্যের ইবাদত করে। আমি তাদের রিযিক প্রদান করি, অথচ তারা অন্যের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আমার পক্ষ থেকে তাদের ওপর কল্যাণ বর্ষিত হয়, তাদের অকল্যাণগুলো আমি দূরে সরিয়ে নিই। তাদের ভালোবাসা আমার প্রয়োজন নেই, তবু তাদের সামনে আমি আমার নিয়ামতের মাধ্যমে ভালোবাসার ডালি সাজিয়ে দিই; অথচ তারা আমার ভালোবাসার মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও অপরাধের মাধ্যমে আমার ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যায়।

হে ভগিনী, আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন। শুনুন, আল্লাহর ঘোষণা শুনুন, যে আমার অভিমুখী হবে আমি দূর থেকেই তাকে সাদরে গ্রহণ করব, যে আমার বিমুখ হবে আমি কাছ থেকেই তাকে আহ্বান করব। যে আমার প্রত্যাশায় কোনো কিছু ছেড়ে দেবে, তাকে আমি অধিক প্রদান করব। যে আমার সন্তুষ্টি কামনা করবে, আমি তাকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করব। যে আমার শক্তি-সামর্থ্যের জোর প্রয়োগ করবে, আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দেবো। আমার জিকিরকারীগণ যেন আমার বৈঠকের সদস্য। আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীরা অধিক প্রাপ্তির উপযুক্ত। আমার আদেশ পালনকারীগণ আমার পক্ষ থেকে মর্যাদার অধিকারী। আর আমার অবাধ্যতাকারীগণ! তাদের কখনোই আমি আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ করি না, যদি তারা আমার প্রতি ফিরে আসে, আমি

তাদের বন্ধুতে পরিণত হই। নিঃসন্দেহে আমি তাওবাকারীদের ভালোবাসি ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করি।

যদি তারা ফিরে না আসে, আমি তাদের চিকিৎসায় নিয়োজিত হই। পাপের পথ ত্যাগ করাতে তাদেরকে বিভিন্ন বিপদ-আপদে নিপতিত করি। যে আমাকে অন্য সকল কিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়—আমিও তাকে অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিই। সকল পুণ্যের কাজ আমার কাছে দশগুণ হতে সাত শ গুণে বিনিময়যোগ্য। এমনকি পর্যায়ক্রমে আমি তা আরও বহুগুণে প্রবৃদ্ধি করি। অন্যদিকে পাপের শাস্তি আমি একগুণেই দিয়ে থাকি। যদি কেউ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে লজ্জিত হয়, আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে—আমি তার সবকিছুই ক্ষমা করে দিই। পাপের বোঝার পরিমাণের আমি পরোয়া করি না। বান্দার সামান্য কাজেরও আমি মূল্যায়ন করি, অন্যদিকে সকল স্খলনকেই ক্ষমা করে দিই। আমার ক্রোধের চাইতে দয়া ও অনুগ্রহ অগ্রগামী, আমার বিচারের চাইতে আমার বদান্যতা বিজয়ী; আর আমার শাস্তির চাইতে আমার ক্ষমার পরিধি বেশি।

আমি আমার বান্দাগণকে অত্যধিক ভালোবাসি। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার চাইতেও বেশি ভালোবাসি। আমি তাওবাকারী বান্দাগণের তাওবায় আনন্দিত হই, তাদের ফিরে আসাকে স্বাগত জানাই।"

রাসূল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দার তাওবার কারণে ওই ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যে লোক ছায়া-পানিহীন আশঙ্কাপূর্ণ বিজন মাঠে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার সাথে থাকে খাদ্য-পানীয়সহ একটি সওয়ারি। এরপর ঘুম হতে সজাগ হয়ে দেখে যে, সওয়ারি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারপর সে সেটি খুঁজতে খুঁজতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে এবং বলে, আমি আমার পূর্বের জায়গায় গিয়ে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে মারা যাব। (এ কথা বলে) সে মৃত্যুর জন্য বাহুতে মাথা রাখল। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে সে দেখল, পানাহার সামগ্রী বহনকারী সওয়ারিটি তার কাছে। (সওয়ারি এবং পানাহার সামগ্রী পেয়ে) লোকটি যে পরিমাণ আনন্দিত হয়, মুমিন বান্দার তাওবার কারণে আল্লাহ তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।'[৮২]

---

৮২. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৮৪৮

আর এই আনন্দ অনুগ্রহের, দয়া ও ভালোবাসার; বান্দার তাওবার প্রতি আল্লাহর মুখাপেক্ষিতার নয়।

﴿يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾

"হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর গলগ্রহ। আর আল্লাহ! তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের বিলুপ্ত করে এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন।"[৮৩]

হে আমার বান্দাগণ, তোমরা আমার উপকার করতে পারবে না আবার আমার ক্ষতি করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা দিবা-রাত্রি অপরাধে লিপ্ত থাকো, আর আমি তোমাদের সকল পাপের মার্জনা করি। তাই তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেবো।

হে প্রিয় ভগিনীগণ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ-ই আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান। যে আহবানে সাড়া দিয়ে ফিরে আসা কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হোন। গাফলতের চাদর ঝেড়ে ফেলুন, পদস্খলনের ভূমি এড়িয়ে চলুন। হিম্মতে বুক বেঁধে আল্লাহর এই আহ্বান শ্রবণ করুন :

﴿يٰقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ﴾

"হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য করো এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন।"[৮৪]

---

৮৩. সূরা ফাতির ৩৫ : ১৫-১৬

৮৪. সূরা আহকাফ ৪৬ : ৩১

পরিশিষ্ট

তাওবার সহযোগী ও তাওবার দৃঢ়তার জন্য আমাদের করণীয় :

- সত্যবাদিতা। যা তাওবার ওপর দৃঢ় রাখবে।
- নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখা।
- ভালো কাজের অভ্যাস গড়ে তোলা।
- পাপের কদর্যতা অনুধাবন করা।
- অপরাধের জায়গাগুলো থেকে বেঁচে থাকা।
- অপরাধের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বস্তুসমূহ থেকে দূরে থাকা।
- সৎসঙ্গ অবলম্বন করা।
- নিয়মিত কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করা। বিশেষত আল্লাহর পক্ষ থেকে ধমকপূর্ণ আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করা।
- আল্লাহর শাস্তির কথা স্মরণ করা।
- সদা আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকা। নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকির মানুষকে প্রশান্তি দান করে।